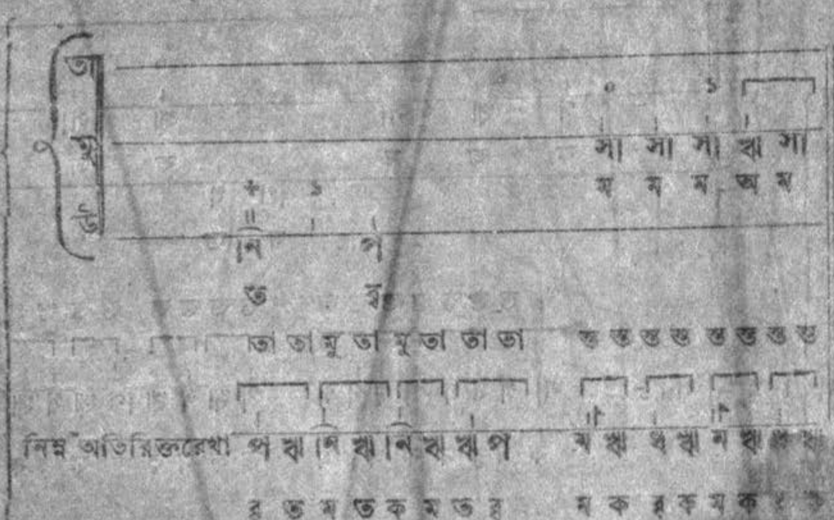
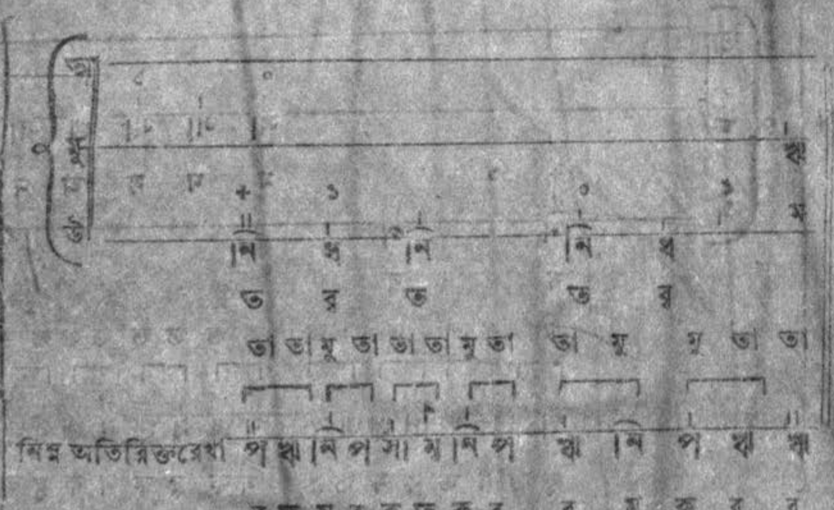
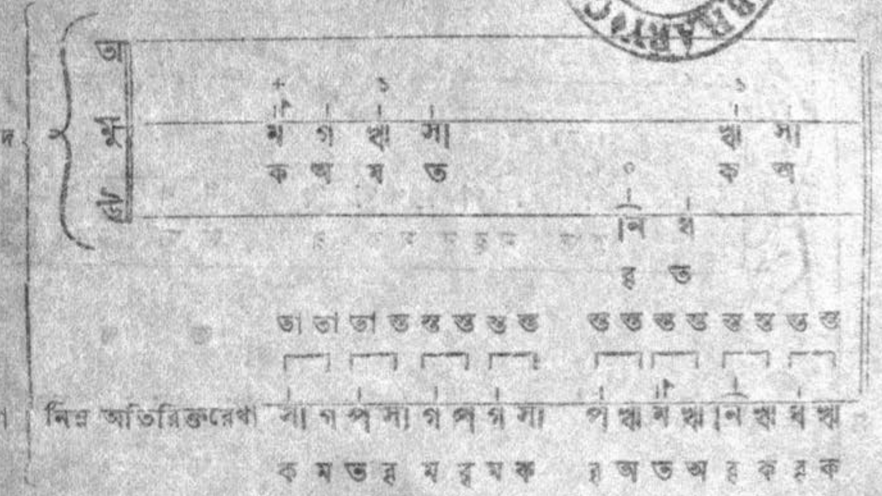
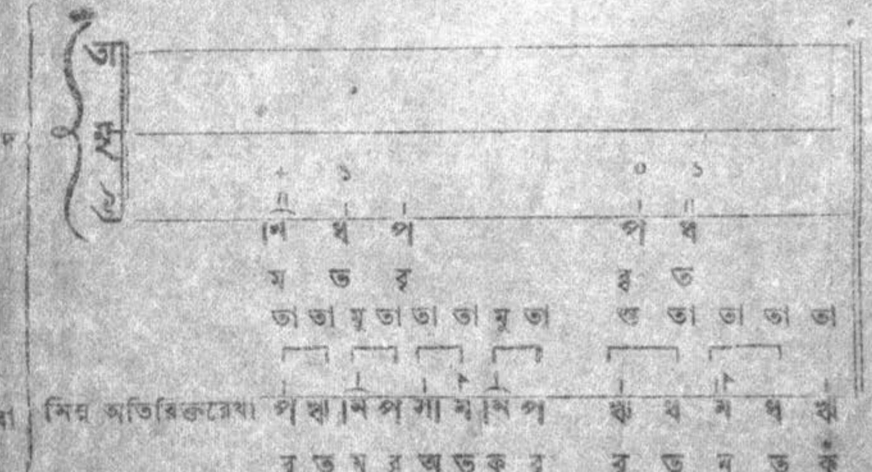
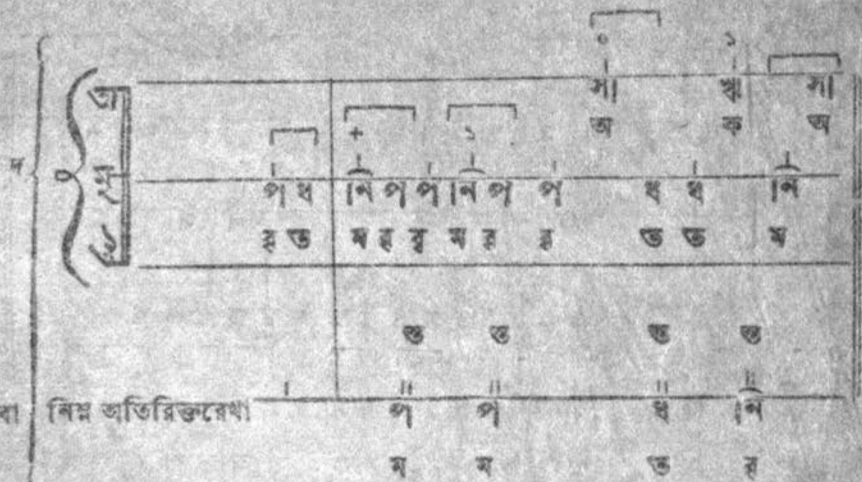

তা তা মু তা মু তা তা তা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা

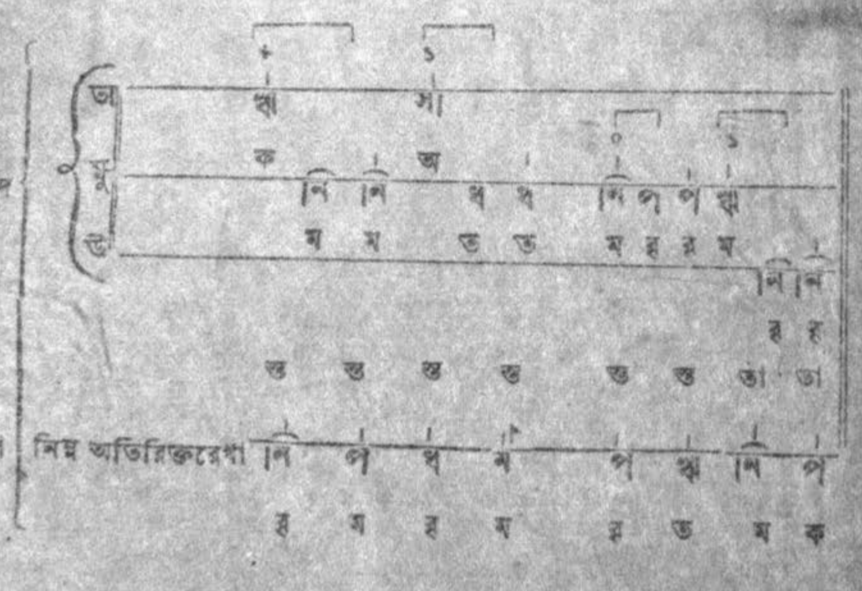

তা তা মু তা তা তা মু তা তা মু মু তা তা
নিম্ন অতিরিক্তরেখা


নিম্ন অতিরিক্তরেখা

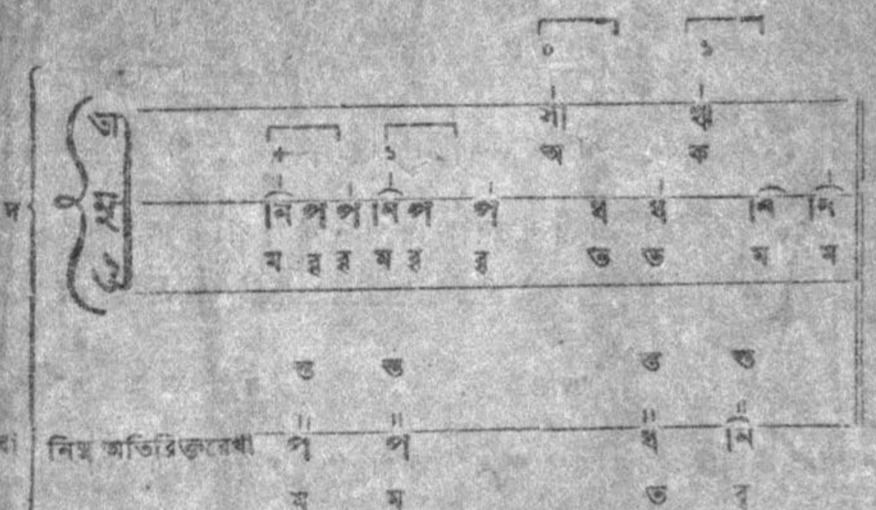

নিম্ন অতিরিক্তরেখা

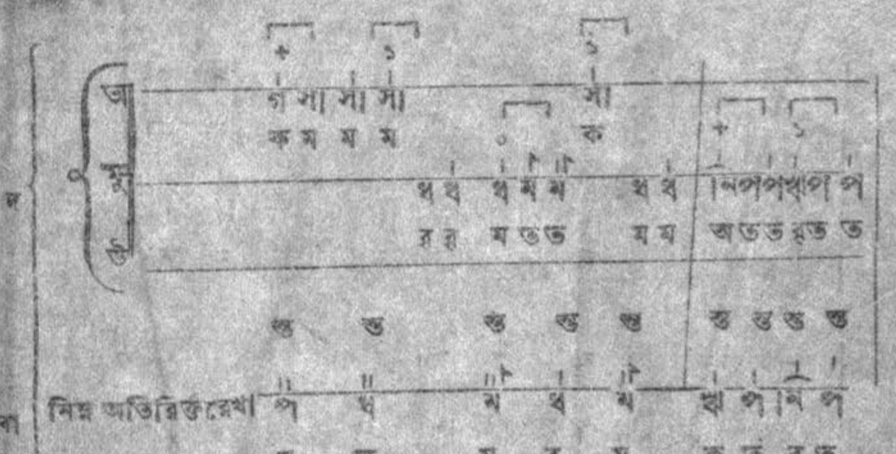
চতুর্থ ভাগ।



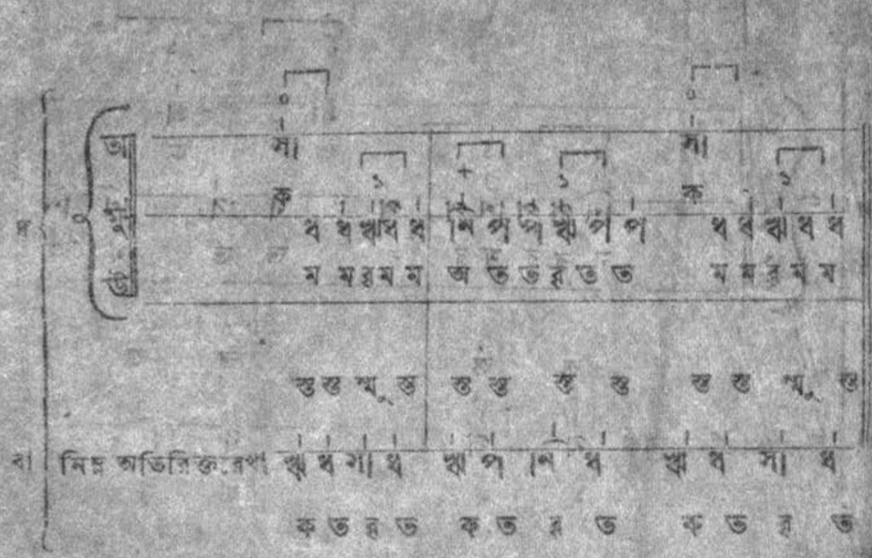


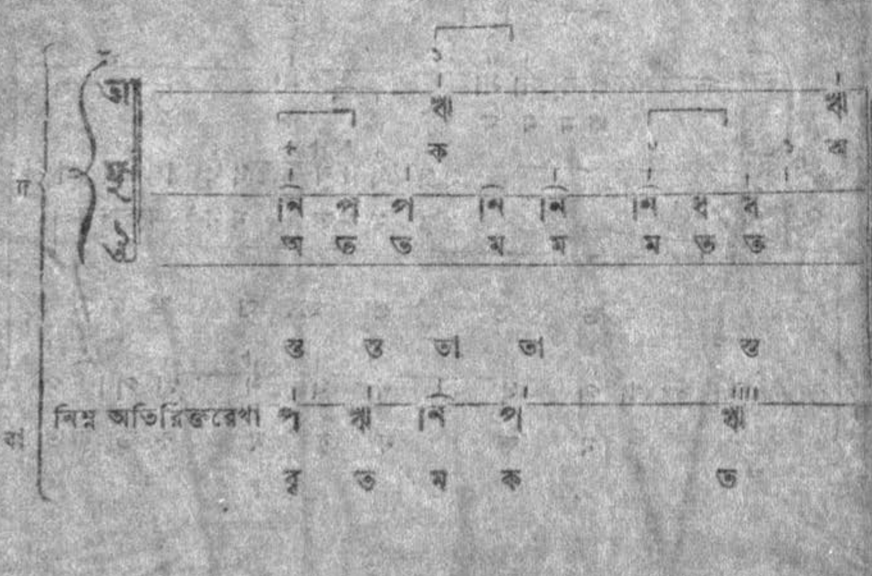
151

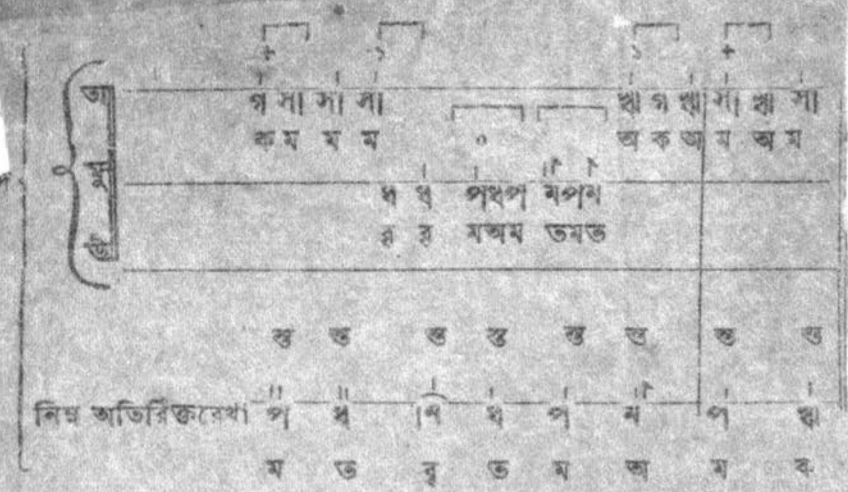




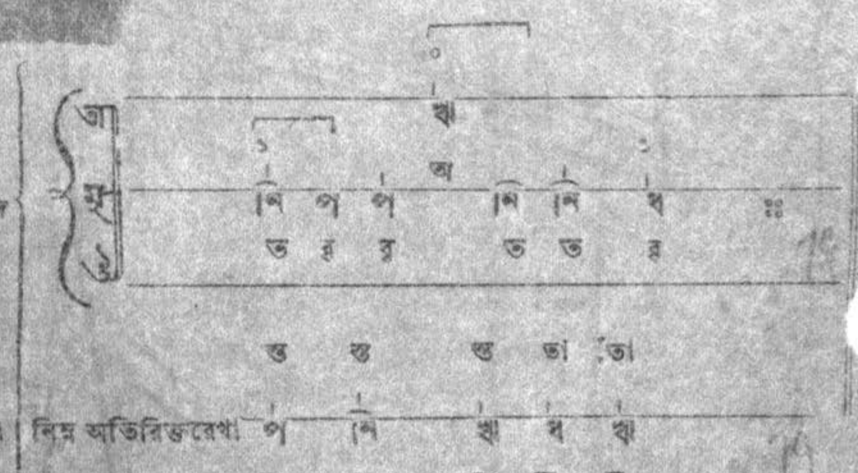
151


নিম্ন অতিরিক্তরেখা


নিম্ন অতিরিক্তরেখা



নিম্ন অতিরিক্তরেখা



নিম্ন অতিরিক্তরেখা

সংগীত শিক্ষক।

উপক্রমণিকা।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাবিধ ব্যক্ত ও অব্যক্ত শব্দ শ্রবণ করি। সেই সকল শব্দের মধ্যে কোন কোন শব্দ শ্রবণ করিলে মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে; আর কোন কোন শব্দ শ্রবণ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৈরক্তি জন্মিয়া থাকে। যে সকল শব্দ শ্রবণ করিলে শ্রবণানন্দ বর্দ্ধিত হয়, সে গুলি সুস্বর অথবা সংগীতের শব্দ।

সংগীতকে বিজ্ঞান ও আভ্যাসিক বিদ্যা বলা যাইতে পারে। যখন পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া সংগীতের নিয়ম ও উপদেশাদি জানা যায়, তখন ইহাকে বৈজ্ঞানিক বা শাস্ত্রিক সংগীত কহা যায়, আর যখন সংগীতের কার্য্য অর্থাৎ গায়ন, বাদন ও নর্তন করা হয়, তখন ইহাকে আভ্যাসিক বা কার্য্যগত সংগীত বিদ্যা কহা যায়। যদ্যপি কেহ সংগীত শাস্ত্রের নিয়ম পাঠ না করিয়া আভ্যাসিক সংগীত শিক্ষায় ব্রতী হন, তবে তিনি যাবজ্জীবন অপরিপক্ক হইয়া কিছু মাত্র উন্নতি করিতে পারেন না।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে যাহারা বাল্যকালাবধি গায়ন ও বাদন অনুকরণ করিতে পারে, তাহারা স্বয়ং সিদ্ধ হয়, আর তাহারা গুরূপদেশ পাইলে অতি সত্বরে কৃতবিদ্য হয়; ইহা তাঁহাদিগের ভ্রম। বিলাতে একজন সংগীতশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন নূতন সংগীত শিক্ষার্থী যাইলে অত্যল্প বেতন লইতেন, আর কোন অনুকারী সংগীত শিক্ষার্থী অর্থাৎ যাহারা অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করে এমত কোন ছাত্র যাইলে অধিক বেতন লইতেন। তিনি বলিতেন যে নূতন সংগীত শিক্ষার্থীকে যাহা উপদেশ দেওয়া যায়, সে তাহা মূলমন্ত্রের ন্যায় অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করে ও তাহা স্মরণ করিয়া রাখে; আর অনুকারীগণ তাহার বিপরীত করে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা উপদেশ দেওয়া যায়, তাহারা সেই উপদেশের সহিত পূর্ব্বশিক্ষিত বিষয়ের তুলনা করে। ইহা ভিন্ন তাহাদের আর একটি প্রধান দোষ এই যে, তাহারা শাস্ত্রিক উপদেশ বুঝিতে

সমর্থ না হইয়াও আপনা আপনি বিশ্বাস করে যে, তাহারা যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত। অনুকারী ছাত্রদিগের এই ভ্রম ও দোষ পরিশোধিত করিতে বিস্তর পরিশ্রম ও বৃথা সময় নষ্ট হয় বলিয়া, ঐ সংগীতশিক্ষক তাহাদিগের নিকট অধিক বেতন লইতেন। ভারতবর্ষে অনেকানেক সংগীতশিক্ষক ঐরূপ সংগীতশিক্ষার্থীগণকে বলিয়াছেন যে, "তোমরা অগ্রে যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা এককালীন বিস্মৃত হও, তাহার পর আমি যাহা উপদেশ দিব সেইমত কার্য্য করিও।" বাস্তবিক যাহারা শাস্ত্রিক নিয়মে সংগীত শিক্ষা না করে, তাহারা অনুকরণ দ্বারা শুক পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অর্থ বুঝিতে কিম্বা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

পরিশেষে সংগীতশিক্ষার্থীগণকে বলা যাইতেছে যে তাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সংগীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন; এবং সংগীত শিক্ষার সময় কোন বিষয়ে তর্ক করিবেন না; যেহেতু তার্কিক লোক কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, কেবল ভ্রমান্ধকারে ভ্রমণ করে। যখন সংগীত শাস্ত্রের উপদেশগুলি উত্তমরূপে অভ্যস্ত হয়, তখন সেইমত কার্য্যালোচনা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সংগীত শিক্ষা করা তাদৃশ কঠিন নহে, কিন্তু সত্বরে কেহ কৃতবিদ্য হইতে পারেন না—ইহাতে ধৈর্য্য, পরিশ্রম, স্মরণশক্তি ও উৎসাহের আবশ্যক হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। সংগীতের শব্দ ও অন্যান্য শব্দের প্রভেদ।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিতে পারি যে এইটি সংগীতের স্বর ও এইটি অন্যপ্রকার শব্দ; কিন্তু কোন্ প্রাকৃতিক কার্য্যের দ্বারা এইরূপ প্রভেদ ঘটিয়া থাকে? ইহার উত্তর এই যে সংগীতের স্বর তুল্যসময় অন্তর সমভাবে কম্পিত হয়, অন্যান্য শব্দ সেরূপে কম্পিত হয় না; সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে যেরূপ শব্দ নির্গত হয়, বন্দুকের শব্দ অথবা লোকের কলরবে সেরূপ শব্দ নির্গত হয় না।

কখন কখন সংগীতের শব্দের সহিত অন্যান্য শব্দ তুলনা করা কঠিন হয়; যেমন লোহার রেলের উপর দিয়া একটি কাষ্ঠদণ্ড ধরিয়া দৌড়িয়া গেলে, কিম্বা রেল গাড়ীর শ্রেণী চলিবার সময় চক্রের উপর কাষ্ঠদণ্ড ধরিলে এরূপ ঠন্ ঠন্ শব্দ নির্গত হয় যে, সেই শব্দ তুল্যসময়ান্তর কম্পিত বলিয়া বোধ হয়।

২। স্বরের পরিমাণ, প্রাথর্য্য ও তান।

সংগীতের সাতটী স্বরের মধ্যে কোন স্বর নরম ও কোন স্বর চড়া বলিয়া বোধ হয় ; যেমন সা অপেক্ষা ঋ চড়া, ঋ অপেক্ষা গ চড়া ; এইরূপ চড়া নরমের প্রভেদকে পরিমাণ কহে। যে স্বরের পরিমাণ অধিক তাহার কম্পন সংখ্যা অধিক হয়। বিবেচনা কর কোন যন্ত্রে দুইটি তার আছে, তন্মধ্যে একটি তারে এক সেকেণ্ড কালের মধ্যে ২৮০ ও আর একটি তারে ৪২০ বার কম্পন হয়, এই জন্য যে তারে ৪২০ বার কম্পন হয় তাহার স্বরের পরিমাণ অধিক উচ্চ বলা যায়। স্বরের কম্পন কিরূপে গণনা করা যায়, তাহার উপায় পরে বলা হইবেক।

প্রাথর্য্য। একটি স্বরের পরিমাণ একইরূপ থাকিলে তাহার উচ্চরব অথবা শব্দের আধিক্য বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু কম্পন সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ প্রভেদ হইলে শব্দের প্রাথর্য্য বৃদ্ধি কহা যায়। ইংরাজী ঐক্যতানবাদ্য সম্প্রদায়ে যে এক প্রকারের কতকগুলি যন্ত্র থাকে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐরূপে স্বরের প্রাথর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা ঐক্যতানবাদ্য সুমিষ্ট হয় ও উহার শব্দ বহুদূর ব্যাপৃত হয়।

* তান। এই শব্দের অর্থ এই যে এক পরিমাণ ও প্রাথর্য্যের একটি স্বর নানাবিধ যন্ত্রের দ্বারা নিনাদিত হইলে একটু প্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তদ্দ্বারা জানা যায় যে একটি স্বর পৃথকরূপে নিনাদিত হইতেছে। এইরূপ প্রভেদকে স্বরের তান কহে, অর্থাৎ একটি আদর্শ স্বরের সহিত আর কতকগুলি স্বর ঐক্য হয় বলিয়া ঐক্যস্বর বা ঐক্যতান কহা যায়। যেমন বংশী, বেহালা ও হারমোনিয়ম একস্বরে বা এক পরিমাণে মিলিত হইলেও, ঐ তিন যন্ত্রের স্বর পৃথক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক স্বরের পার্থক্য নাই, কেবল তানের প্রভেদ হয় মাত্র।

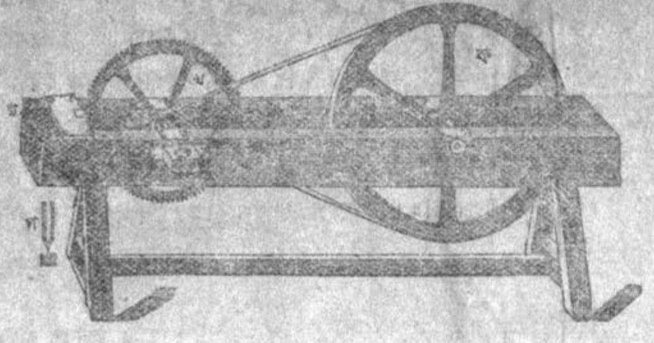
৩। স্বরের কম্পন গণনা করিবার উপায়।

সহজ উপায়ে স্বরের কম্পন গণনা করিতে হইলে সেবার্ট সাহেব কৃত কলের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। পরপৃষ্ঠায় ঐ কলের আকৃতি লিখিত হইল। এইকলে ক ও খ দুই খানি চক্র একটি কাষ্ঠের ঠাটের উপর স্থাপিত আছে; তন্মধ্যে খ চক্র ক্ষুদ্র ও তাহাতে কতক গুলি দন্ত আছে। ঐ দুই চক্র এইরূপে সংলগ্ন আছে যে খ চক্র অতি দ্রুত বেগে

---

* তান শব্দকে ফরাসী ভাষায় timbre টিম্বার ও ইংরাজী ভাষায় quality কোয়ালিটি কহে। বঙ্গভাষায় তান বলা হইল, কিন্তু অর্থ ঐরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

ঘূর্ণিত হয়; ঘূর্ণিত হইবার সময় খ চক্রের দন্ত গুলি এক খানি পত্রে স্পৃষ্ট হয়, আর উহার আবর্ত্তন অর্থাৎ পাক গণনা করিবার জন্য কেন্দ্রের নিকট একটি কৌশল আছে।



এই কলের দ্বারা কম্পন গণনা করিবার উপায় ব্যক্ত করা হইতেছে। প্রথমতঃ গ চিহ্নিত একটি ইস্পাতের স্বর-কণ্টক ‡ আবশ্যক হয়; ঐ কণ্টক একটি ক্ষুদ্র বাক্সের উপর বসাইয়া খ চক্রের পার্শ্বে স্থাপন করিতে হয়, তাহাতে যতক্ষণ উহার স্বর থাকে তাহা ঐ চক্রের নিকটস্থ পত্রের † দ্বারা জানা যায়। এই রূপে স্বর-কণ্টকে ঝঙ্কার দিয়া ও খ চক্রের নিকস্থ পত্রের উপর উহাকে স্থাপন করিয়া, ঐ চক্র অতি দ্রুত বেগে ঘূর্ণিত করিতে হয়, পরে ঘড়ী ধরিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট কাল নিরূপণ করিতে হয়। বিবেচনা কর দশ সেকেণ্ড কাল ঐ কণ্টকের সুর দেওয়া হইল, সেই কালের মধ্যে খ চক্র পঞ্চাশ পাক ফিরিল। এক্ষণে বলা যাইতেছে যে খ চক্রে এক শত দন্ত আছে; এই জন্য উহার এক পাকে এক শত কম্পন হয় বলিয়া, পঞ্চাশ পাকে পাঁচ সহস্র কম্পন হয়, অতএব পাঁচ সহস্রকে দশ দিয়া ভাগ করিলে পাঁচ শত হয়। এরূপ পাঁচ শত কম্পন ঐ কণ্টকের দ্বারা এক সেকেণ্ড কালের মধ্যে উৎপন্ন হয়। ঐ কণ্টকের স্বরের সহিত কোন যন্ত্রের স্বর ঐক্য করিলে তাহার কম্পন সংখ্যা নিরূপণ করা যায়, অতএব সেই স্বর হইতে অন্যান্য স্বরের পরিমাণ দেখিয়া অঙ্কপাত করিলে প্রত্যেক স্বরের কম্পন সংখ্যা জানা যায়।

৪। সনোমেটর যন্ত্র। এই যন্ত্রের আকৃতি সারাঙ্গির ন্যায়, ইহাতে একটি তার আছে, সেই তারের নিম্নে দুই খানি সোয়ারি থাকে, তন্মধ্যে এক খানি সোয়ারিকে

‡ স্বরকণ্টক নামে ভারতবর্ষে কোন বস্তু নাই, ইংরাজী ভাষায় উহাকে Tuning Fork টিউনিং ফর্ক কহে। উহার আকৃতি সোন্নার ন্যায়, উহাতে ঝঙ্কার দিলে সুর নির্গত হয়। বিলাতে ঐ কণ্টক নানা পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা বেহালা গিটার প্রভৃতি তারের যন্ত্র ঐক্য করা হয়। তদ্ভিন্ন স্বরের কম্পন গণনা করিবার সুবিধা করিতে, কিম্বা উহার স্বর আদর্শ করিয়া অন্য কোন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে ও পারা যায়।

† এ পত্র (card) হইতে একপ্রকার স্বর নির্গত হয়, সেই স্বরের সহিত যে স্বরকণ্টক ঐক্য হয়, তাহা উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য।

ইচ্ছামত স্থানান্তর করা যায়। এই যন্ত্রের ঐ রূপ সচল সোয়ারি আছে বলিয়া তারের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বর নির্গত হয়, আর ঐ তারের নিম্নে একটি শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা বাক্স আছে, তাহাতে তারের প্রতিঘাৎ লাগিয়া স্বর স্পষ্ট রূপে ধ্বনিত হয়, কারণ নিটন পদার্থের উপর তার চড়াইলে তাহার স্বর শুনিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য সেতার বেহালা প্রভৃতির খোল বড় করা হয়, আর সেই খোলের উপর দুই একটি ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে, এই কারণ বেহালার সোয়ারির নিকট দুইটি ফাঁক থাকে।

৫। তারের কম্পন। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে তারের কম্পন চারি প্রকারে প্রভেদ হয় যথা দৈর্ঘ্য, স্থূলতা, টঙ্কার ও ঘনত্ব। এই চারি প্রকার তারের যেরূপ পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইতেছে, যথা।—

(১) যেতার যে পরিমাণে দীর্ঘ হয়, তাহার স্বরের পরিমাণ তদ্রূপ ন্যূন হয় যেমন ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণে তারের দৈর্ঘ্য হইলে, যেরূপ স্বরের পরিমাণ ও কম্পন সংখ্যা হয়, তাহা অপেক্ষা ১২ অঙ্গুলি পরিমাণ তারের স্বর এক সপ্তক উচ্চ হইতে পারে। সেতারের স্বরবতী হইতে সোয়ারি পর্য্যন্ত যেরূপ তারের দৈর্ঘ হয়, তাহার অর্দ্ধেক দৈর্ঘ হইতে ঝঙ্কার দিলে জানিতে পারাযায় যে, দৈর্ঘ্যের ন্যূনতা প্রযুক্ত স্বরের পরিমাণ অধিক হয়।

(২) তারের স্থূলতানুসারে স্বরের প্রভেদ হয়, অর্থাৎ সরু তার অপেক্ষা মোটা তারের স্বর নরম হয়; এইজন্য বেহালার জীল অপেক্ষা সুরের তার অধিক স্থূল, ও সুরের তার অপেক্ষা খাদের তার অধিক স্থূল করিয়া দেওয়া হয়।

(৩) তারের টঙ্কার অর্থাৎ টান যে রূপ অধিক হয়, তাহার স্বর ও সেই রূপ চড়া হয়।

(৪) তারের ঘনত্বানুসারে ও স্বরের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে, যেমন পিতলের তার অপেক্ষা ইস্পাতের তার অধিক টান সহ্য করিতে পারে, এই জন্য ইস্পাতের তারে স্বরের প্রাখর্য্য ও পরিমাণ অধিক হয়।

৬। নলের যন্ত্র। বংশী, সানাই প্রভৃতি যে সমস্ত নলের যন্ত্র দেখা যায়, সেই সমস্ত যন্ত্রের নল যত দীর্ঘ হয়, তাহাদিগের স্বর ও সেইরূপ নরম হয়, কিন্তু ধাতু অথবা কাষ্ঠের দ্বারা নল প্রস্তুত করা হইলে বস্তুগুণ কর্ত্তৃক কোন প্রকার প্রভেদ হয় না। বিবেচনা কর ১৬ ইঞ্চ, ৮ ইঞ্চ ও ৪ ইঞ্চ দৈর্ঘ্যের তিনটি নল আছে, এই তিনটি নলে পৃথক করিয়া ফুৎকার দিলে জানিতে পারা যায় যে, ৮ ইঞ্চ নলের স্বর ১৬ ইঞ্চ নলের স্বর অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ, আর ৪ ইঞ্চ নলের স্বর দুই সপ্তক উচ্চ। অতএব তারের দৈর্ঘ্য অল্প হইলে যেরূপ স্বরের পরিমাণ অধিক হয়, নলের দৈর্ঘ অল্প হইলে ও সেইরূপ স্বরের পরিমাণ অধিক হয়, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

৭। কণ্ঠ স্বর। কণ্ঠ নালীর উপরিভাগে দুইটি মাংসপিণ্ড আছে, তন্মধ্যে কলমের মোচের ন্যায় একটি ফাঁক থাকে, ঐ ফাঁক একটি পদার্থের দ্বারা আবৃত থাকে, সেই পদার্থকে কণ্ঠাবরক কহে। ইহা ভিন্ন ঐ মাংসপিণ্ড দ্বয়ের সহিত দুইটি শিরা সংলগ্ন আছে, সেই শিরাদ্বয়কে স্বরবাহক ধমনি কহে। স্বরবাহকধমনিদ্বয়কে ইচ্ছামত শিথিল বা আকৃষ্ট করা যায়। আহারের সময় খাদ্য দ্রব্যগুলি কণ্ঠাবরকের উপরদিয়া উদরস্থ হয়, পরে ঐ আবরক স্বভাবতঃ স্থিতিস্থাপক বলিয়া পুনরায় আপন স্থানে প্রত্যাগত হয়, ও সমভাবে থাকে। যখন আমরা স্থির হইয়া থাকি, ও নিশ্বাস লই কিম্বা প্রশ্বাস ত্যাগ করি, তখন কণ্ঠাবরক শিথিল হইয়া উভয় কার্য্য সম্পন্ন করে। যখন আমরা কথা কহিতে ইচ্ছা করি, তখন ফুস ফুস অর্থাৎ বক্ষের জাঁতা হইতে বায়ুর বেগ উৎপন্ন হয়, এবং স্বরবাহকধমনিদ্বয় আকৃষ্ট হয়; তদ্দ্বারা মাংসপিণ্ডদ্বয়ের নিকট কম্পন উৎপন্ন হয়, ও তৎকালে কণ্ঠনালী উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

বাক্যের জড়তা। কোন কোন লোক কথা কহিবার সময় কণ্ঠাবরক পুনঃ পুনঃ বদ্ধ হয়, সেই জন্য তাহাদিগের বাক্যের জড়তা হইয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তিকে জড়বক্তা অর্থাৎ তোতলা কহা যায়, জড়বক্তাগণের বাক্য স্বর সরল হয় না বটে, কিন্তু গান করিবার সময় তাহাদিগের জড়তা থাকে না, কারন গানের স্বর দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া কণ্ঠাবরকের দ্বারা কণ্ঠনালী বারম্বার বদ্ধ হয় না। কোন কোন জড়বক্তা পদ্য গ্রন্থাদি অনায়াসে পাঠ করিতে পারে।

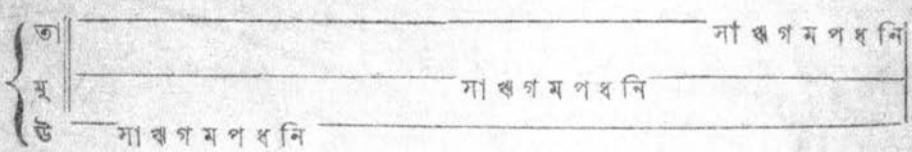
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বরলিপি।

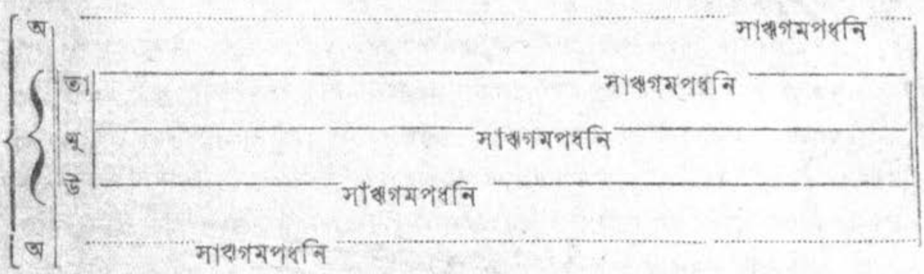
১। সপ্তস্বর। ভারতবর্ষীয় সংগীতে সাতটি স্বর আছে যথা খরজ, ঋখব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৎ ও নিখাদ। এই সাতটি স্বরের নাম লিখিয়া ব্যক্ত করিতে কিম্বা কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে হইলে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি বলিয়া সংক্ষিপ্ত করা হয়।

২। সপ্তক। সাতটি স্বর ক্রমান্বয়ে লিখিত হইয়া এক সপ্তক হয়, এক সপ্তক পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার উচ্চ পরিমাণের সা হইতে আর এক সপ্তক আরম্ভ হয় ও সেই সপ্তক পূর্ণ হইলে আরও এক সপ্তক আরম্ভ হয়। এইরূপে উচ্চ ও নীচ পরিমাণে বিস্তর সপ্তক লিখিত হইতে

পারে; কিন্তু সচরাচর তিনটি রেখার দ্বারা তিন সপ্তক লিখিত হয়, যথা উদারা, মুদারা, ও তারা। ইহার মধ্যে উদারা সপ্তক নিম্নস্থ রেখায় লিখিত হয়, মুদারা মধ্যস্থ রেখায় ও তারাসপ্তক উপরস্থ রেখায় লিখিত হয়; ঐ তিন সপ্তক ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনটি রেখার বাম পার্শ্বে উ, মু ও তা বলিয়া সঙ্কেত করা হয়। যথা—



৩। ঐতিন সপ্তক অপেক্ষা উচ্চ ও নীচ পরিমাণের স্বর লিখিবার আবশ্যক হইলে, তারা সপ্তকের উপরে ও উদারা সপ্তকের নিম্নে দুই একটি রেখা সংযোগ করা হয়, সেই সকল রেখাকে অতিরিক্ত রেখা কহে।



অতিরিক্ত রেখার স্বর পিয়নো ও হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রের জন্য আবশ্যক হয়।

৪। বিকৃত স্বর। সাতটি স্বর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লিখিত হইলে পূর্ণ বা প্রকৃত স্বর বলিয়া ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্বরের কিঞ্চিৎ হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। কোন স্বরের হ্রাস হইলে যে বিকৃত স্বর হয়, তাহাকে কোমল কহে, আর বৃদ্ধি হইলে তীব্র কহে, যেমন কোমল ঋষব বলিলে ঋষবের অৰ্দ্ধেক হ্রাস বুঝায়, আর তীব্র মধ্যম বলিলে মধ্যমের অর্দ্ধ ঘাট বৃদ্ধি বুঝায়। স্বরলিপিতে যে স্বর কোমল বলিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, সেই স্বরের উপর এইরূপ (△) ত্রিকোন চিহ্ন দেওয়া হয়, আর তীব্র স্বর বলিয়া ব্যক্ত করিতে হইলে (⌈) পতাকা চিহ্ন দেওয়া হয়, যেমন △ঋ অর্থাৎ কোমল ঋ, আর ⌈ম অর্থাৎ তীব্র বা কড়ি মধ্যম।

কখন ২ অতি তীব্র ও অতি কোমলের আবশ্যক হয়, ঐ দুই প্রকার বিকৃত স্বরের চিহ্ন এইরূপ (⧖) ও এইরূপ (F)

মাত্রা ও বিরাম।

৪। স্বরের স্থায়িত্ব অর্থাৎ কাল ব্যক্ত করিবার জন্য তিন প্রকার মত্রার চিহ্ন লিখিত হয়, যথা দণ্ড (।) অর্থাৎ একমাত্রা, চন্দ্রবিন্দু (৺) অর্দ্ধ মাত্রা, ও ডমরু (X) অনুমাত্রা বা সিকিমাত্রা। এইতিন প্রকার মাত্রারচিহ্ন স্বরের উপর লিখিত হইলে স্বরের স্থায়িত্ব বুঝায়, আর অন্য কোন স্থলে লিখিত হইলে বিরাম মাত্রা বুঝায়; যেমন $\overset{\text{॥}}{\text{সা}}$ অর্থাৎ সা স্বরে দুই মাত্রার কাল, আর $\overset{\text{।}}{\text{সা}}$ । $\overset{\text{।}}{\text{ঋ}}$ অর্থাৎ সা স্বরে একমাত্রা কাল, তাহার পর একমাত্র বিরাম ও তাহার পর ঋ স্বরে একমাত্র কাল স্থায়িত্ব।

মাত্রার অন্য প্রকার অর্থ। যদি একটি স্বরে একদণ্ড দেওয়া হয়, ও তাহার পর আর একটি বা কতকগুলি স্বরের উপর কোন প্রকার মাত্রা না দেওয়া হয়, তবে মাত্রাহীন স্বরগুলি একমাত্র কালের মধ্যে উচ্চারণ করিতে হয়। ঐ রূপে যদি কোন ধাতু অর্থাৎ স্বরের উপর দুই দণ্ড দেওয়া হয়, তবে সেই ধাতুতে দেড় মাত্রা ও অন্যান্য স্বরগুলিতে অর্দ্ধ মাত্রা দেখাইতে. হয়।

৫। তাল। গীত কিম্বা গৎ লিখিবার সময় স্বরের উপর মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হয়, এবং মাত্রার উপর তালের চিহ্ন দেওয়া হয়। তালের চিহ্ন তিন প্রকার যথা, পতঙ্গচিহ্ন (+) সোম, শূন্য (০) ফাঁক, আর এক (১) একটিতাল। এই তিন প্রকার চিহ্নের দ্বারা বাদ্যছন্দ বিভাগ করা হয়। বাদ্যের ছন্দে প্রত্যেক তাল ইংরাজি (,) কমা চিহ্নের দ্বারা ভাগ করা হয়, গতের আস্থায়ী শেষ হইলে (;) সেমিকোলন দেওয়া হয়, আর অন্তরা অর্থাৎ শেষ ভাগ সমাপ্ত হইলে এইরূপ (:) চারিবিন্দু দেওয়া হয়। গীত কিম্বা গতের আস্থায়ী ও অন্তরার মধ্যে কোন অংশ দুইবার বলিবার সুবিধা হইলে (:) কোলন চিহ্ন দেওয়া হয়।

গ্রাম পরিবর্ত্তন।

৬। সংগীতে সাতটি স্বরের মধ্যে খরজ হইতে গ্রাম অথবা সপ্তক আরম্ভ হইয়া থাকে, কিন্তু ঋ, গ ইত্যাদি বক্রি স্বরগুলি হইতেও গ্রাম পূর্ণ করা যায়।

গ্রাম পূর্ণ করিতে হইলে গান্ধার মধ্যম ও নিখাদ স্বরের মধ্যে অর্দ্ধ ঘাট ব্যবধান রাখিতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্বরের মধ্যে একঘাট ব্যবধান থাকে, যেমন সা হইতে ঋ একঘাট উচ্চ, ঋ-গ এক ঘাট, গ-ম অর্দ্ধ ঘাট, ম-প একঘাট, প-ধ একঘাট, ধ-নি একঘাট, নি-সা অর্দ্ধ ঘাট। এইরূপ ব্যবধান রাখিতে হইলে খরজ ভিন্ন অন্যান্য স্বরগ্রামে দুই একটি সুর বিকৃত করিয়া লইতে হয়; তাহাতে যে স্বর সা হইলে যে• রূপে গ্রাম পূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা হইতেছে।

গ্রামের স্বর	সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি	সা ॥
পঞ্চম	প	ধ	নি	সা	ঋ	গ	┌ম	প ॥
ঋখব	ঋ	গ	┌ম	প	ধ	নি	┌সা*	ঋ ॥
ধৈবৎ	ধ	নি	┌সা	ঋ	গ	┌ম	┌প	ধ ॥
গান্ধার	গ	┌ম	┌প	ধ	নি	┌সা	┌ঋ	গ ॥
মধ্যম	ম	প	ধ	△নি	স;	ঋ	গ	ম ॥
কোমল নিখাদ	△নি	সা	ঋ	△গ	ম	প	ধ	△নি ॥

এই সাত প্রকার স্বরগ্রামের মধ্যে, খরজ সা হইলে কোন স্বর বিকৃত হয় না, পঞ্চম গ্রামে কড়ি মধ্যম নি হয়, নতুবা প্রকৃত মধ্যম হইলে উহা পঞ্চম গ্রামের কোমল নিখাদ হইতে পারে। যে স্থলে যে স্বর হইতে গ্রাম আরম্ভ হয়, তথায় সেই স্বরকে সা বলিয়া গণ্য করিতে হয়, কিন্তু নিয়মিত ব্যবধান রাখিবার জন্য, আবশ্যক মতে দুই একটি স্বর বিকৃত করিতে হয়। পঞ্চম গ্রামে যে কড়ি বা তীব্র মধ্যম দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা তীব্র মধ্যম নি হইয়া পঞ্চমের মধ্যে অর্দ্ধ ঘাট ব্যবধান রাখিয়াছে।

গ্রাম পরিবর্ত্তনের দ্বারা সংগীতের বিস্তর সুবিধা হয়। বিবেচনা কর দুইটী বংশী আছে, তাহার একটি বংশীর ঋখবের সহিত আর একটি বংশীর সা সুর ঐক্য হয়; এমত স্থলে ঋখব গ্রামের দ্বারা দুই বংশীর স্বর ঐক্য করা যায়। তারের যন্ত্রে গ্রাম পরিবর্ত্তন করিতে না জানিলে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না, কারণ তার ইচ্ছামত চড়াইয়া ঐক্য করা যায়; বোধ হয় এই জন্যই ভারতবর্ষে গ্রাম পরিবর্ত্তন প্রচলিত হয় নাই।

মূর্চ্ছনা।

১। সংগীতের সুর ও তাল ভিন্ন আর কতকগুলি অলঙ্কার আছে, তদ্দ্বারা গায়ন বাদন সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয়; ঐ সকল অলঙ্কারকে মূর্চ্ছনা কহা যায়। মূর্চ্ছনা একবিংশতি প্রকার আছে, তন্মধ্যে যে কয়েকটি সর্ব্বদা আবশ্যক হয় তাহা এক্ষণে ব্যক্ত করা হইতেছে।

---

* বাঙ্গালা স্বরলিপিতে তীব্র সা না বলিয়া কোমল ঋ বলা হয়, কিন্তু অর্থ ও পরিমাণের প্রভেদ হয় না, কারণ সা সুর অর্দ্ধ ঘাট বৃদ্ধি হইলে যে পরিমাণের সুর হয়, ঋ অর্দ্ধ ঘাট নরম হইলেও সেই স্বর হয়।

(১) বন্ধনী। দুই তিন বা কতকগুলি স্বর একটানে উচ্চারণ করিতে হইলে সেই সকল স্বরের নিম্নে এইরূপ (——) একটি রেখা দেওয়া হয়, এই রেখাকে বন্ধনী কহে।

(২) গমক। স্বরের গমক অথবা কম্পন দিবার সঙ্কেত করিতে হইলে, এইরূপ (৩) গজকুম্ভচিহ্ন দেওয়া হয়।

(৩) স্বরের প্রাখর্য্য বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য এইরূপ (——) রেখা লিখা হয়, আর মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য এইরূপ (‿) চিহ্ন দেওয়া হয়।

শব্দার্থ।

১০। সংগীতে কতকগুলি শব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদিগের অর্থ নিম্নে লিখিত হইতেছে যথা—

শব্দ।	অর্থ।	শব্দ	অর্থ।
বিলম্বিত লয়	ঢিমা, ঠা।	মুদ্রা	ভাবভঙ্গি।
মধ্য লয়	মধ্যম প্রকার, দুন।	অস্থায়ী	গীতের প্রথম অংশ।
দ্রুতলয়	জলদ, পরদুন।	অন্তরা	গীতের শেষ ভাগ।

রাগ রাগিণী।

১১। যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন বিকৃত স্বর আবশ্যক হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাগ রাগিণীর জন্য নানা প্রকার স্বরবিন্যাস করা হয়। সেই সকল স্বরবিন্যাস দেখিয়া রাগাদির প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সুরবোধ না হইলে শুদ্ধ কথা ও সুর অনুকরণ করিয়া গানশিক্ষা করিলে, কোন ব্যক্তি রাগ রাগিণী বুঝিতে পারে না। অনেকে গান শুনিয়া বলিতে পারেন যে এইটি বেহাগ রাগিণীর গীত ও এইটি ভৈরব রাগের গীত; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুর বোধ না থাকায় তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়া থাকে; বোধ হয় তাঁহারা গৎ কিম্বা প্রকৃতরূপ আলাপ শুনিলে কখনই রাগাদি বুঝিতে পারেন না। রাগ রাগিনী বুঝিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম বলা হইতেছে, এই নিয়মগুলি স্মরণ করিয়া রাখিলে বিস্তর সুবিধা হইবে।

১ম। যে রাগ বা রাগিণীতে যে স্বরের আধিক্য কিম্বা প্রাধান্য থাকে, তাহাকে সেই রাগের গ্রহস্বর অথবা বাদী কহা যায়।

২য়। গ্রহস্বর অপেক্ষা যে সকল স্বর ক্রমে অল্প হয়, সেই সকল স্বরকে সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী কহে।

৩য়। প্রত্যেক রাগে একটি গ্রহস্বর, একটি সম্বাদী, ও একটি বিবাদী হয়, কিন্তু অনুবাদীর সংখ্যা দুই তিন কিম্বা চারিটী হইতে পারে।

৪র্থ। সাতটী স্বরের মধ্যে নিখাদ কোন রাগের গ্রহস্বর হয় না, কিন্তু এমন কোন রাগ নাই যে তাহাতে নিখাদের আবশ্যক হয় না।

৫ম। গ্রাম পরিবর্ত্তন করা হইলে যে রাগের যেরূপ স্বরবিন্যাস থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

৬ষ্ঠ। রাগাদি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা ওড়ব, খাড়ব ও সম্পূরণ; এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ওড়বে ৫টী, খাড়বে ৬টী ও সম্পূরণে সাতটী স্বর থাকে।

৭ম। আলাপচারির সময় কোন রাগের অনুলোম অর্থাৎ চড়া পক্ষে কোন স্বর বর্জ্জিত হয়, এবং বিলোম অর্থাৎ নরম পক্ষে সেই বর্জ্জিত স্বরের আবশ্যক হয়। হিন্দী ভাষায় অনুলোমকে আরোহী ও বিলোমকে অবরোহী কহে।

রাগাদির শ্রেণী ও গ্রহস্বরাদি জানাইবার জন্য তিন চারিটী গৎ লিখিত হইতেছে, ঐ গতগুলির প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া গণনা করিলে, জানা যাইতে পারে যে কোন রাগের মধ্যে কোন স্বর, গ্রহস্বর ও সম্বাদী হয়।

রাগিণী সারাঙ্গ—তাল একতালা।

তা	সা সা সা
মু	ঋ প পম, ঋ ম ম ঋ, সা ঋ ঋ সা, সা;: নি
উ	নি প ম প নি

তা	
মু	প নি নি প, ম প প ম, ঋ ম ঋ সা, সা ঋ ঋ ঋ::
উ	নি

এই রাগিণীতে গ ও ধ নাই বলিয়া ইহা ওড়ব শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার গ্রহস্বর ঋ, সম্বাদী প, অনুবাদী সা, ম, ও বিবাদী নি।

রাগিণী বিভাস—তাল ত্রিতালা।

তা + ১ ০ ১
মু পধ পধ পগ, গপ গ প গ ঋ, সা ঋ গ প গ ঋ, সা ঋ সা; সা সা
+
উ ধ নি

সা
তা ১ ০ ১ + ১
মু সা ঋ সা গ গ, ধ ধ প গ প, গ ঋ সা;ঃ পগ পধ পধ, ধ
উ

তা ০ ১
মু ধ প, ঋ প গ প, গ ঋ সা ঃঃ
উ

এই খাড়ব রাগিণীর গ্রহস্বর গ, সম্বাদী প, অনুবাদী সা, ঋ, ধ, ও বিবাদী নি।

রাগ ভৈরব—তাল কওয়ালি।

তা + ১ ০ ১ + ১ ০
মু ঋ ঋ সা, সা — সা ঋ, গ ম; সা গা সা, ঋ — সা, সা ঋ গ,
উ নি

০ ১
সা, ঋ ঋ সা, সা
তা ১ + ১ + ১ ০ ১
মু গ ম ধ, ম ধ, নি — নি ধ, গ ম গ ঋ সা ঃঃ
উ

এই রাগ সম্পূরণ শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহার গ্রহস্বর সা, সম্বাদী ঋ, অনুবাদী, গ, ম, ধ, নি, বিবাদী প।

কখন কখন স্বরের সংখ্যা গণনা করিয়া গ্রহস্বর ও সম্বাদী নিরূপণ করা যায় না; সে সকল রাগের গীত কিম্বা গতের মধ্যে যে স্বরের প্রাধান্য অথবা জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্বরকে গ্রহস্বর বলিয়া নিরূপণ করা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

তা | সা ঋ, সা

মূ | নি — নি ধপ, মপ, ধপ, মগ ম; সা ঋ গ ম, প ধ

উ |

তা | সা, ঋ ঋ সা — সা সা,

মূ | নি — নি নি ধ, ম প ধ প ম গ ম;ঃ ম ধ নি —

উ |

তা | সা ঋ সা সা, ম ম ঋ সা, সা

মূ | নি — ধ — নি ধ প ঃ ঃ —

উ |

এই রাগিণীর গ্রহস্বর ম, সম্বাদী প, অনুবাদী সা, ঋ, গ, নি, ও বিবাদী ধ; কিন্তু এই গতে সা স্বরের সংখ্যা অধিক আছে, সেই জন্য ইহার গ্রহস্বর নির্ণয় করা কঠিন।

ভারতবর্ষে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী আছে, কিন্তু নায়ক অর্থাৎ রচয়িতার মতানুসারে ঐ সকল রাগ রাগিণীর নাম মতান্তরূপ হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য মত উপেক্ষা করিয়া ভারতের মতে ছয় রাগ ও কয়েকটি রাগিণীর নাম বলা হইতেছে।

ছয় রাগের নাম।

" শ্রীরাগ বসন্তশ্চ পঞ্চম ভৈরব স্তথা।
মেঘ রাগশ্চ বিজ্ঞেরো ষষ্ঠ নটনারায়ণ ॥"

রাগিণীর নাম।

আলাহিয়া, ইমন, কালাংড়া, কেদার, খাম্বাজ, গৌরী, ছায়ানট, ঝিঝিট, টোড়ী, ধানেশ্রী, পরজ, পাহাড়ী, পিলু, বাহার, বাগেশ্বরী, বিভাস, বেহাগ, ভৈরবী, মল্‌হার, মুলতানি, যোগিঞা, ললিত, শঙ্করা, শ্যাম, সারঙ্গ, সিন্ধুড়া, সুরট, সোহিনি, হাম্বির।

এই সকল রাগ রাগিণীর স্বরবিন্যাস, গীত ও গৎ শেষ ভাগে লিখিত আছে, কিন্তু প্রত্যেক রাগ রগিণীর গ্রহস্বর, সম্বাদী অনুবাদী ও বিবাদী লিখা দুষ্কর; এই জন্য রাগাদির স্বরবিন্যাসগুলি স্মরণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হয়। সেইসকল স্বরবিন্যাস দৃষ্টেস্বরাদি গণনা করিয়া দেখিলেই পাঠকগণ স্বয়ং চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

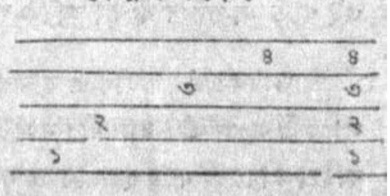
ইংরাজী স্বরলিপি।

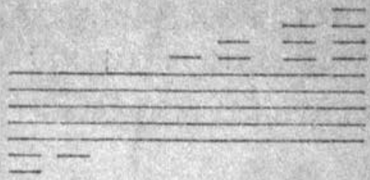
১। Stave ইংরাজি সংগীতের সপ্ত স্বরের নাম A B C D E F G এই সাতটী স্বর এষ্টেব নামক পাঁচটী রেখা ও তন্মধ্যস্থ চারিটি ফাকের দ্বারা লিখিত হয়, আর ঐসমস্ত রেখা ও ফাঁক নিম্নদিক হইতে গণনা করা হয়।

পাঁচটী রেখা।



চারিটী ফাঁক।





২। Ledger Lines ঐ পাঁচ রেখা ও ফাঁকে যতগুলি স্বর ক্রমান্বয়ে লিখিত হয়, তদপেক্ষা উচ্চ ও নিম্ন পরিমাণে স্বর লিখিতে হইলে, পঞ্চ রেখার উপরে ও নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা সংযোগ করা হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র রেখাকে লেজার লাইন অর্থাৎ অতিরিক্ত রেখা কহা যায়।

৩। Clef উপরোক্ত রেখা ও ফাঁকগুলিতে স্বর লিখা হইলে স্বরের নাম বলা যায় না, এই জন্য ক্লিফ নামক স্বরগ্রাম চিহ্ন দেওয়া হয়; তাহাতে যে ক্লিফের যে নাম ও তাহা যে রেখায় লিখিত হয়, সেই ক্লিফের দ্বারা সেই রেখার স্বরে একটি নাম দেওয়া যায়, পরে সেই রেখা হইতে অন্যান্য স্বরগুলি ক্রমান্বয়ে নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইংরাজী সংগীতে তিন প্রকার ক্লিফ আছে, তন্মধ্যে G ও F ক্লিফ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

দুইপ্রকার ক্লিফের মধ্যে G ক্লিফ দ্বিতীয় রেখায় লিখিত হয়, এই জন্য দ্বিতীয় রেখার স্বরের নাম G হয়। এইরূপে G স্বর ২য় রেখায় নিরূপিত হইলে, প্রথম ফাঁকের স্বর F ও ২য় ফাঁকের স্বর A বলিয়া জানা যায়, তাহার পর নিম্ন পরিমাণের স্বরগুলি ক্রমে F E D হয়, আর উচ্চ পরিমাণের স্বরগুলি A B C D হইতে থাকে। পরিশেষে এষ্টেবের নিম্নে D ও উপরে G হয়। এইরূপে এষ্টেবের দ্বারা এক সপ্তক ও চারিটী স্বর লিখিত হয়। যখন এষ্টেবের নিম্নস্থ স্বরের নাম D হইতে পারে, তখন নিম্নদিগের প্রথম অতিরিক্ত রেখায় C এবং ঐ রেখার নিম্নদিকে B হইতে পারে। এইরূপে এষ্টেবের উপরের স্বরের নাম G হইলে উপরদিকের প্রথম অতিরিক্ত রেখায় A স্বর, এবং ঐ অতিরিক্ত রেখায় উপরদিকে B হইতে পারে। অতএব G ক্লিফের দ্বারা কিরূপে ঐ সকল স্বর ক্রমান্বয়ে লিখিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত স্বরমালায় দর্শিত হইতেছে।



Bass Clef যেমন এষ্টেবের দ্বিতীয় রেখায় G ক্লিফ লিখিত হয় বলিয়া, দ্বিতীয় রেখার স্বরকে G বলা হয়, সেইরূপ চতুর্থ রেখায় বাস অথবা F ক্লিফ লিখিত হয়, এই

জন্য যে এষ্টেবে ঐ ক্লিফ থাকে, সেই এষ্টেবের ৪র্থ রেখার স্বরকে F বলা যায়। এই রূপে এফ ক্লিফের দ্বারা ৪র্থ রেখার স্বর F বলিয়া নিরূপিত হইলে অন্যান্য স্বরের যে যে নাম হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।



এই দুই প্রকার ক্লিফের দ্বারা যে রেখায় যে স্বর লিখিত হয়, তাহা উত্তমরূপ স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

এইদুই প্রকার ক্লিফের মধ্যে G ক্লিফের আর এক নাম ট্রিবিল ক্লিফ; ইহার দ্বারা উচ্চ পরিমাণের স্বর লিখিত হয়, এইজন্য উচ্চ পরিমাণের কণ্ঠস্বর, বংশী, বেহালা ও হারমোনিয়মের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ চাবীগুলির স্বর এই ক্লিফের দ্বারা লিখিত হয়।

এইরূপ F অথবা বাস ক্লিফের দ্বারা নিম্ন পরিমাণের স্বর লিখিত হয়, এইজন্য প্রবীণ লোকের কণ্ঠস্বর, বাস বেহালা ও হারমোনিয়মের বাম পার্শ্বস্থ চাবীগুলির স্বর বাস ক্লিফের দ্বারা লিখিত হয়।

---

৪ Time-characters and rests মাত্রা ও বিরাম চিহ্ন।

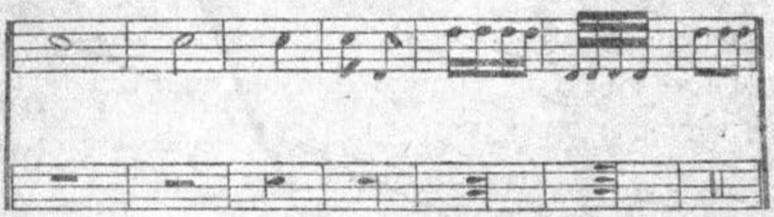
ইংরাজি সংগীতের স্বরগুলি যথাক্রমে রেখা ও ফাঁকের দ্বারা লিখিত হয়; ঐ সকল স্বরে স্থায়িত্ব বুঝাইবার জন্য ছয় প্রকার নোট অর্থাৎ মাত্রার দ্বারা লিখিত হয়, যথা সেমিব্রিব, মিনিম, ক্রচেট, কুবার সেমিকুবার, ও ডেমিসেমিকুবার। এই ছয় প্রকার নোটের মধ্যে সেমিব্রিবের স্থায়িত্ব চারি মাত্রা, মিনিম উহার অর্দ্ধেক, ক্রচেট মিনিমের অর্দ্ধেক ও কুবার ক্রচেটের অর্দ্ধেক; এইরূপে প্রত্যেক নোট পরস্পর অর্দ্ধেক হইয়া থাকে। এই ছয় নোটের মধ্যে সেমিব্রিবের আকৃতি একটি ডিম্বের ন্যায়, মিনিমের আকৃতি ঐরূপ ডিম্বের পার্শ্বে দণ্ড দেওয়া, ক্রচেট মিনিমের ন্যায় কিন্তু উহার শূন্য স্থল কৃষ্ণবর্ণে পূর্ণিত, কুবার ক্রচেটের ন্যায়, কিন্তু উহার দণ্ডের অগ্রভাগে একটি স্থূল রেখা থাকে, আর সেমি ও ডেমি সেমিকুবারে ঐরূপ দুই ও তিনটি স্থূল রেখা থাকে। এই ছয় প্রকার আকৃতি সমভাবে থাকে না; আবশ্যক হইলে মিনিম ও ক্রচেটের দণ্ড ঊর্দ্ধ ও অধ-দিকে লিখা হয়, আর কুবার সেমিকুবার প্রভৃতির স্থূল রেখাগুলি সংযোগ করিয়া কিম্বা পৃথক করিয়া লিখিত হয়।

ছয় নোটের নামানুসারে ছয় প্রকার রেষ্ট অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন আছে, যেমন সেমি-ব্রিব রেষ্ট অর্থাৎ সেমিব্রিবের কালানুসারে বিরাম। এই সকল নোট ও রেষ্টের আকৃতি এইরূপে লিখিত হয়।

6 Notes—ছয় মাত্রা।

Semibreve Minim Crotchet Quaver Semiquaver Demisemiqvr Triplet.

সেমিব্রিব মিনিম ক্রচেট ক্বার সেমিক্বার ডেমিসেমিক্, ট্রিপলেট



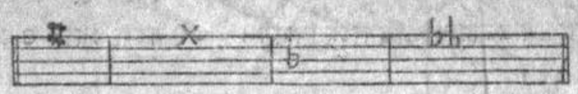
Its rest Do. rest Do. rest Do. rest Do. rest Do. rest 2 Bars rest.

উহার বিরাম ঐবিরাম ঐবিরাম বিরাম বিরাম বিরাম দুইতালের বিরাম।

এই স্থলে ছয় প্রকার নোটের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিখিবার নিয়ম প্রদর্শিত হইল, এবং ঐ ছয়নোটের বিরাম উহাদিগের নিম্নে লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন ছয়নোটের পরে ট্রিপলেট বলিয়া যে একটি শব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে এক প্রকারের তিনটি নোটের উপর ইংরাজী তিনের অঙ্ক দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা ঐ তিন নোট দুই মাত্রার কালে উচ্চারণ করিবার সঙ্কেত করা হয়। ট্রিপলেটের নিম্নে দুই তালের বিরাম বলিয়া আর এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ দুই তালের মত বিরাম দিতে হয়।

৫। Dots—কোন নোট অথবা বিরাম চিহ্নের পরে এইরূপ (॰) একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থাকিলে, তাহাদিগের অর্দ্ধ মাত্রা বর্দ্ধিত হয়; যেমন মিনিমের পর একটি ডট থাকিলে দেড়মিনিম স্থায়িত্ব বুঝায়। ঐরূপ দুই ডট থাকিলে অর্দ্ধ ও অনুমাত্রার বৃদ্ধি হয়; যেমন দুই ডট যুক্ত মিনিম হইলে, উহার সহিত এক ক্রচেট ও এক ক্বারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি হয়।

৬। Semitones—বিকৃতস্বর। ইংরাজী স্বরলিপিতে চারিপ্রকার বিকৃত স্বরের চিহ্ন প্রচলিত আছে যথা, সার্প অর্থাৎ তীব্র, ডবলসার্প—অতিতীব্র, ফ্লাট—কোমল, ও ডবলফ্লাট—অতিকোমল॥



৭। Signatures—এই চারি প্রকার বিকৃতস্বরের চিহ্ন যে স্থানে লিখিত হয়, সেই নামের স্বর মাত্রেই বিকৃত হয়; যেমন পঞ্চম রেখায় সার্পচিহ্ন থাকিলে সমস্ত F সার্প হয়, ও তৃতীয় রেখায় ফ্লাট চিহ্ন থাকিলে সমস্ত B ফ্লাট হয়। এই নিয়মকে সিগনেচর কহে।

৮। Accidentals—সিগনেচরের নিয়ম মতে যে সকল স্বরকে প্রকৃত বা বিকৃত বলিবার সঙ্কেত করা হয়, সেই সকল স্বরকে কোন সময়ে অন্য প্রকারে বলিতে হইলে একৃসিডেন্টাল নামক দৈবচিহ্ন দেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

Signatures—সিগনেচরের চিহ্ন ও অর্থ।



Contradicted by Accidentals—ঐ নিয়ম বর্জ্জিত।



একৃসিডেন্টাল অর্থাৎ দৈবাৎ বর্জ্জিত হইয়া যেরূপে সিগনেচারের পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দ্বারা একটি তালের মধ্যে সেই স্বর বিপরিত হয়, তাহা ভিন্ন গতের অন্যান্য স্থানে সিগনেচরের মতে বাদিত হয়।

৯। Common and Triple Time—ইংরাজী বাদ্যের তালকে টাইম কহে; ইংরাজী তাল দুই প্রকার আছে, যথা কমন ও ট্রিপলটাইম॥ কমনটাইম ছন্দে যুক্ত তাল অর্থাৎ দুই, চারি, ছয়, আট দশ ইত্যাদি অংস্ক থাকে, আর ট্রিপল টাইম তিন অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল তালাংশ Bar বার নামক উর্দ্ধদণ্ডের দ্বারা বিভাগ করা হয়।

আর গীত কিম্বা গৎ সমাপ্ত হইলে ডবল বার নামক (II) দুইটি স্থূল দণ্ডদিয়া ব্যক্ত করা হয়। ডবল বারের যে পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু থাকে, সেই পার্শ্বের ছন্দগুলি দুইবার বাদিত হয়; যেমন ꞉।।꞉ এইরূপ হইলে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের বারগুলি দুই বার করিয়া বাজাইতে পারা যায়।

কমন ও ট্রিপাল টাইমের ভিন্ন ভিন্ন তালের সংখ্যা ব্যক্ত করিবার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ও অঙ্ক ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে C চিহ্নের দ্বারা চারি তাল বুঝায়। অন্যান্য তালের চিহ্ন নিম্নে লিখিত হইতেছে।

চিহ্ন			তালের নাম			তালের সংখ্যা॥
$\frac{2}{4}$	..	..	কমন টাইম		...	প্রত্যেকবারে ২ ক্রচেট
$\frac{6}{8}$	..	..	ঐ	ঐ	...	প্রত্যেকবারে ৬ কুভার
$\frac{6}{4}$	.	..	ঐ	ঐ	..	প্রত্যেকবারে ৬ ক্রচেট॥
$\frac{12}{8}$	..	..	ঐ	ঐ	..	প্রত্যেকবারে ১২ কুভার।
$\frac{3}{2}$	..	..	ট্রিপল	ঐ	..	প্রত্যেকবারে ৩ মিনিম।
$\frac{3}{4}$	..	..	ঐ	ঐ	..	প্রত্যেকবারে ৩ ক্রচেট।
$\frac{3}{8}$	..	...	ঐ	ঐ	...	প্রত্যেক বারে ৩ কুবার।

এই সকল চিহ্নের মধ্যে নিম্নের অঙ্ক সেমিব্রিবের অংশ যেমন 2 হইলে মিনিম, 4 হইলে ক্রচেট ও 8 হইলে কুবার ইত্যাদি; আর উপরের অঙ্ক ঐ অংশের সংখ্যা বুঝায়, যেমন $\frac{2}{4}$ হইলে দুই ক্রচেট॥

১০। Starting Note—কোন কোন গতের প্রথম বারে নির্দ্দিষ্ট মাত্রার সংখ্যা অল্প থাকে, সে স্থলে শেষবারে ও দুই একটি মাত্রার অভাব থাকে, তদ্দ্বারা প্রথমবার পূর্ণ করা হয়।

১১। ইংরাজী মূর্চ্ছনা চিহ্ন। ইংরাজী মূর্চ্ছনার সাত প্রকার চিহ্ন আছে; ঐ সাত প্রকার চিহ্নের আকৃতি ও অর্থ এইরূপ—

Slur (⌒) এইরূপ বক্র রেখাকে স্লর কহে; ইহার অর্থ বন্ধনীর ন্যায় এক টানে বলা; কেহ কেহ এই চিহ্নকে Legato লিগেটো কহেন।

Shake— (hr) এই চিহ্নকে সেক কহে, ইহার দ্বারা কম্পন বুঝায়; দেশীয় স্বরলিপিতে ইহার পরিবর্ত্তে গজকুম্ভ চিহ্ন লিখিত হয়।

Cresendo— স্বরের গমক বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য এইরূপ (<) চিহ্ন লিখিত হয়, আর মাধুর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য এইরূপ (>) চিহ্ন লিখিত হয়।

Pause— কোন মাত্রা অথবা বিরাম চিহ্নের উপর (⌒) এইরূপ চিহ্ন থাকিলে মাত্রার বৃদ্ধি বুঝায়। ইহাকে পজ কহে।

Dal Segno :S:—এই চিহ্নকে ডেলসিগ্নো কহে; যে স্থানে এই চিহ্ন থাকে সেই স্থান হইতে পুনরুক্তি করিতে হয়।

Stacatto—এষ্টাকেটো নামক চিহ্ন এইরূপ (....) ও এইরূপ (ꞌꞌꞌꞌ) লিখিত হয়, ইহার অর্থ এই যে ঐ প্রকার বিন্দুযুক্ত স্বরগুলি কিঞ্চিত বিরাম অর্থাৎ ছাড় দিয়া বলিতে হয়।

Appogiatura—কোন নোটের বামদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নোট থাকিলে অর্দ্ধ মাত্রার স্থায়িত্ব ও অস্পষ্ট উচ্চারণ করা হয়, ঐ ক্ষুদ্র নোটগুলিকে এপোজিয়েটুরা কহে।

১২। Abbreviations—সংক্ষিপ্ত স্বরলিপি। কখন কখন মিনিম ও ক্রচেট দণ্ডে কুবারের ন্যায় স্থূল রেখা দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা মিনিম ক্রচেট হিসাব করিয়া যত কুবার হয় তাহা ব্যক্ত করা হয়। ইহা ভিন্ন শুদ্ধ স্থূল রেখার দ্বারাও কুবার ইত্যাদির পুনরুক্তি বলিয়া সঙ্কেত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত, মাত্রার সংখ্যা, শুদ্ধ রেখা, এইরূপ বাদিত



লিখিত এইরূপ, বাদিতএইরূপ, লিখিত, বাদিত।

ইংরাজী সংঙ্গীতের শব্দার্থ ও সঙ্কেত।

শব্দ	অর্থ
Allegro	মধ্যলয়ে।
Andante	বিলম্বিত লয়।
D. C. or De Capo	পুনর্ব্বার মহড়া আস্থায়ী আরম্ভ কর।

Fine	... ..	এই শব্দের নিকট শেষ কর অর্থাৎ ছাড়।
F. Forto	.. ..	প্রাথর্য্যে, জোরে।
Legato	.. ..	এক টানে বল।
Loco	.. ..	লিখিত সপ্তকে বাজাও।
Mezo	... ..	অত্যন্ত।
P. Piano	... ..	মৃদুস্বরে, আস্তে।
Presto	.. ..	অতিদ্রুত লয়।
Retardano	.. ...	ক্রমেদ্রুত লয়ে বাজাও।
Va.. octava	..	ভিত্র হইতে যত দূর বিন্দু থাকে, ততদূর এক সপ্তক চড়ায় বাজাইতে হয়।
Volta	...	একবার আদ্যোপান্ত, এক পালটা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গায়ন অর্থাৎ কণ্ঠ সংগীত।

গায়নবিদ্যা ভারতবর্ষে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, কিন্তু শাস্ত্রমত কণ্ঠসংগীত অতি অল্প লোকে চর্চ্চা করেন। সচরাচর লোকে যেরূপে গীত ও বাদ্যের চর্চ্চা করে তদ্দারা তাহাদিগের আমোদ প্রমদ হয়, এবং সেই অমোদ প্রমদে মত্ত হইয়া অধিকাংশ লোক প্রকৃত রূপ কণ্ঠসংগীত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষে মিঞা তানসেন কণ্ঠসংগীতের যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং রাগ রাগিনী শিক্ষার জন্য যে সহজ উপায় করিয়াছিলেন, সেই উপায়ে কণ্ঠসংগীতের চর্চ্চা না হওয়ায় ইহা এক কালিন সম্পূর্ণরূপে অবনত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোকে যৌবনকালেই প্রায় সংগীতশিক্ষায় ব্রতী হন, কিন্তু বাল্যকাল উহার উপযুক্ত সময়। বোধ হয় অনেকে এবিষয়ে মত দিবেন না, কারণ এখানে একটি কুসংস্কার আছে যে, বাল্যকালে সংগীত আরম্ভ করিলে লোকের চরিত্র দূষিত হয়। এই কুসংস্কার জন্মাইবার মূল কারণ এই যে, বালকেরা গুরুজনের ভয়ে তাঁহাদিগের সমক্ষে গায়ন কিম্বা যন্ত্রবাদন করিতে পারে না, কিন্তু যাত্রা, নাটক ও বৈঠকি গান হইতে যাহা সুশ্রাব্য হয়, তাহারা তাহাই অনুকরণ করে। বাঙ্গালা গানের মধ্যে অধিকাংশ সুশ্রাব্য গীত প্রায় আদিরসযুক্ত, এবং সেই সকল গান অনেক স্থলে আদরনীয়; সরল স্বভাবাপন্ন ও অল্পবুদ্ধি বালকগণ ঐ সকল গীতশিক্ষা করে, এবং গীতের রচনা মনমধ্যে সর্ব্বদা অলোচনা করে, সুতরাং যৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের চরিত্র দূষিত হয়। যাহারা এইরূপে উৎসন্নের সোপানে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারা যদি গুরুজনের

উৎসাহে বাল্যকাল হইতে ঐশ্বরিক সংগীত আরম্ভ করিত, এবং সুর তাল ইত্যাদির উপদেশ প্রাপ্ত হইত, তবে তাহারা সঙ্গীতকে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করিয়া সংসারের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিত। ইউরোপীয়গণ বালক বালিকাগণকে সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দিয়া থাকেন, তাহাতে ঐসকল বালক বালিকা যৌবন কালে নানা গুণে বিভূষিত হইয়া থাকে। অধুনা কতিপয় দেশীয় ভদ্র লোক আপন সন্তানদিগকে সংগীত শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহারা ঐ সন্তানদিগকে সংগীত বিদ্যায় ভূষিত, ও নানা সংগুণসম্পন্ন দেখিয়া যে কতদূর আনন্দ লাভ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য।

গায়ন শিক্ষা করিতে প্রথমতঃ সপ্তস্বর সাধিতে হয়, কিন্তু কোন যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন কণ্ঠস্বর সাধিতে পারা যায় না। অনেকে তানপুরার সহিত কণ্ঠস্বর ঐক্য করিতে বলেন; তাহা তাঁহাদিগের ভ্রম, কারণ তানপুরাতে সপ্তস্বর বাঁধা থাকে না; এজন্য ঐযন্ত্র প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে এককালিন অনাবশ্যক।

স্বর সাধনের জন্য হারমোনিয়ম অতি উপযুক্ত যন্ত্র, কিন্তু উহার মূল্য অধিক বলিয়া অনেকে ক্রয় করিতে পারেন না, এইনিমিত্ত সেতারের দ্বারা এক সহজ উপায় হইতে পারে। সেতারে যে সমস্ত তার থাকে, তন্মধ্যে মধ্যম নামক একমাত্র ইস্পাতের পাকা তার আবশ্যক হয়। এই যন্ত্রে ১৭ খানি পর্দ্দা থাকে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ পর্দ্দায় টিপ ধরিয়া ঐ তার চড়াইতে হয়, কারণ কোন পর্দ্দায় টিপ না ধরিয়া তার চড়াইলে তাদৃশ সুবিধা হয় না। প্রথম শিক্ষার্থীগণের সুর বোধ থাকে না, কিন্তু একটি স্বর ঐক্য করা তাদৃশ কঠিন নহে কারণ সম্পূর্ণ বধির লোক ভিন্ন সকলেই বুঝিতে পারে যে দুই স্বর ঐক্য হয় কি না। এই কারন ষষ্ঠ পর্দ্দার সহিত কণ্ঠস্বর ঐক্য করা নূতন শিক্ষার্থীর সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু পর্দ্দাগুলি অনিয়মিতরূপে সজ্জিত থাকিলে স্বর সাধন করায় কোন ফল দর্শিবে না। পর্দ্দা যথানিয়মে সজ্জিত করা সাধারণ লোকের সাধ্য নহে, এই জন্য কৃতবিদ্য সেতার-নির্ম্মাতাদিগের নিকট পর্দ্দা বসাইয়া লইতে হয়, কারণ সেতারনির্ম্মাতাগণ সেতারের দৈর্ঘ্য দেখিয়া এরূপ একটি পরিমাণ করিয়া দিতে পারে যে, তদ্দ্বারা ১৭ খানি পর্দ্দায় উদারার ম হইতে তারার ম পর্য্যন্ত তিন সপ্তক সাধিতে পারা যায়।

এই কারণ সেতারনির্ম্মাতাগণের দ্বারা পর্দ্দা বসাইয়া লইয়া ষষ্ঠ পর্দ্দায় টিপ ধরিবে, ও সেই সময় সা বলিয়া কণ্ঠস্বর ঐক্য করিবে, কিন্তু তার এইরূপে চড়াইবে যে সমস্ত পর্দ্দার সহিত কণ্ঠস্বর সাধিতে পারাযায়। ৬ ষ্ঠ পর্দ্দায় মুদারার সা নিরূপণ করিবারি এক নিয়ম আছে যে, লোকে স্বভাবতঃ কথা কহিবার সময় যে পরিমাণে কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে, সেই পরিমাণের স্বর উচ্চারণ করিয়া সা বলিতে হয়। এইরূপে মুদারার সা হইলে ১ম, ৪র্থ ও ১০ম পর্দ্দা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত পর্দ্দায় টিপধরিয়া যাইবে তদ্দ্বারা ২য় পর্দ্দার উদা-

রার প হইতে ১৭ পর্দ্দায় তারার ম পর্য্যন্ত সাধিত হইবে। এই সমস্ত পর্দ্দার মধ্যে যে পর্দ্দায় যে সুর বলে, তাহা সেতারের প্রকৃত স্বরবিন্যাস দেখিলেই জানিতে পারিবে।

তাল। কতকগুলি গায়ক বলেন যে সুর ও তাল বোধ গুরূপদেশের দ্বারা লভ্য হয় না। এই কুসংস্কার যে কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, যেহেতু জগতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, গুরূপদেশ কিম্বা অনুকরণ ভিন্ন কোন বিষয়ে স্বয়ং সিদ্ধ হয়; এমত স্থলে সুর ও তাল যে নিজের ক্ষমতার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। সচরাচর সকলে ফাঁকের সময় শুদ্ধ হাত নাড়িয়া, ও অন্যান্য তালে তুড়ি কিম্বা হাতের আঘাৎ দিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোন তাল বিলম্বিত বা দ্রুত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ করে কি না বলিতে পারি না। তাল শিক্ষার নিয়ম সেরূপ নহে। সহজ উপায়ে তাল শিক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ফাঁক সোম ইত্যাদি দেখিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল সমান মাত্রা দিতে পারিলেই তালে অধিকার হয়। যদি স্বীয় চেষ্টায় সমান মাত্রা দিতে না পারা যায়, তবে মেট্রোনোম যন্ত্র * অথবা ঘড়ির দোলনের সহিত ঐক্য করিতে হয়; যখন উহা অভ্যস্ত হইবে, তখন বাদ্যের ছন্দ দেখিয়া মাত্রা বিভাগ করিতে হইবে। বাদ্যের ছন্দে ফাঁক সোম ও অন্যান্য তাল থাকে, সেই সকল তালের মধ্যে কোন্ তালে কত মাত্রা থাকে, তাহা দেখিতে হয়।

যেমন কওয়ালির ছন্দে প্রত্যেক তালে দুই দুই মাত্রা থাকে, এইজন্য কওয়ালির ছন্দে একমাত্রায় জোরে, ও এক মাত্রায় আস্তে আঘাৎ করিলে অতিসত্বরে ছন্দ বোধ হয়। সচরাচর সকলে হস্তের দ্বারা তাল দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পদের দ্বারা তাল দেওয়া উচিত, কারণ গায়ক ও বাদকগণের হস্তে যন্ত্র থাকে, সুতরাং পদের দ্বারা তাল দিলে সকলেরই সুবিধা হয়। যদি মাত্রা না দিয়া শুদ্ধ তাল দেওয়া যায়, তবে স্যোমের সময়ে জোরে আঘাৎ ও অন্যান্য তালে আস্তে আঘাৎ এবং ফাঁকের সময় পদ উত্তোলন করা উচিত।

মূর্চ্ছনা। মূর্চ্ছনা কাহাকে কহে তাহা স্বরলিপিতে বলা হইয়াছে। কণ্ঠসংগীতে

---

* মেট্রোনোমের যন্ত্র অনেকে দেখেন নাই। এই যন্ত্র একটি ক্ষুদ্র বাক্সের ন্যায়, উহার সম্মুখদিকে একটি লৌহ দণ্ড থাকে, সেই দণ্ড সমান মাত্রায় উর্দ্ধদিকে দুলিতে থাকে। ইউরোপে ভদ্রলোক ও সম্ভ্রান্তস্ত্রীগণ পিয়নোফোর্ট বাদন করিবার সময়, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সমান মাত্রা দিয়া থাকেন। উহার দ্বারা মাত্রা ও তাল ইচ্ছামতে বিলম্বিত কিম্বা দ্রুত করিতে পারা যায়, এইরূপ কৌশল আছে বলিয়া মেট্রোনোম যন্ত্রের এতদুর প্রশংসা করা যায়। ঘড়ির পেণ্ডুলনে এই সুবিধা হয় না, তত্রাচ মাত্রার দ্রুত ও বিলম্বিত লয় করা যাইতে পারে।

মূর্চ্ছনার মধ্যে বন্ধনী প্রাথর্য্য ও মাধুর্য্য আবশ্যক হয়। যে স্বর হইতে বন্ধনী আরম্ভ হয়, সেই স্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া অন্যান্য স্বরে আ ই অ বলিয়া মাত্রার কাল দেখাইতে

| | | | | |

হয়; যেমন সা ঋ হইলে সা আ, নি সা ঋ হইলে নি ই ই বলিতে হয়।

প্রাথর্য্য ও মাধুর্য্যের উদ্দেশ্য সকলেই বুঝিতে পারেন, এজন্য উহার কার্য্য ব্যাখ্যা করা বাহুল্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংগীতের কার্য্য।

সংগীতের তিন কার্য্য আছে, যথা গায়ন, বাদন, ও নটন। গায়ন বিদ্যার বিষয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলা হইল; এক্ষণে যন্ত্র বাদন বিষয়ে বর্ণনা করা হইতেছে। বাদ্য যন্ত্র-গুলি চারি প্রকারে বিভক্ত, যথা তন্ত্রী, বায়বা, আনদ্ধ ও ঘন ইহার মধ্যে যে সমস্ত যন্ত্রে তার আছে, সে সকল যন্ত্রকে তত অথবা তন্ত্রী কহা যায়, যেমন সেতার, বেহালা, পিয়নো ইত্যাদি। যে সকল যন্ত্র ফুৎকার অথবা বায়ু পেষণের দ্বারা বাদিত হয়, সে সকল যন্ত্রকে বায়বা কহা যায় যেমন, বংশী, হারমোনিয়ম ইত্যাদি। যে সকল যন্ত্র চর্ম্মে আবৃত, তাহাদিগকে আনদ্ধ কহা যায় যেমন মৃদঙ্গ, ঢোল, ঢাক, ইত্যাদি; আর যে সমস্ত যন্ত্র ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সে সমস্ত যন্ত্রকে ঘন কহা যায়, যেমন মন্দিরা, করতালি জলতরঙ্গ ইত্যাদি।

এই চারি প্রকার যন্ত্রের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ভদ্র সম্প্রদায়ে কেবল তারের যন্ত্র ও মৃদঙ্গ তবলা প্রভৃতি প্রচলিত আছে; অধুনা বিলাতী বংশী ও হারমোনিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। দেশীয় ও বিলাতী যন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র একাকী বাদন করা হয়, যেমন সেতার, পিয়নো, গিটার, কনসারটিনা ইত্যাদি; আর কতকগুলি যন্ত্র ঐকতান বাদ্য ভিন্ন সুশ্রাব্য হয় না, যেমন পিকলো অর্থাৎ ক্ষুদ্র বংশী, বাসভায়োলা অর্থাৎ বৃহৎ বেহালা, হরন পাইপ, ফ্রেঞ্চ হরণ ইত্যাদি।

অধুনা বঙ্গদেশে ঐকতান বাদ্যের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু অনেক স্থলে যন্ত্রের সুশৃঙ্খলতা দেখা যায় না, এই জন্য যন্ত্র সংখ্যার নিয়মবলা হইতেছে।

164

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

"বন্দে শ্রীগুরুপাদাব্জং শীঘ্রং যৎকৃপয়া নরঃ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম লভতে যোগিদুর্ল্লভং॥
নবীনজলদপ্রভং নবতড়িৎস্ফুরৎ পীতাম্বরং।
শুচিস্মিতমুরলীমুখং কণকরত্নভূষোজ্জ্বলং॥
ব্রজেন্দ্রতনুজং বিভুং ব্রজবধূজনৈঃ সেবিতং।
নমামি সহ রাধয়া নিভৃতমঞ্জুকুঞ্জস্থিতং॥"

বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত মনুষ্যমনের যেরূপ আনন্দদায়ক ও প্রীতিজনক অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। উহার আলোচনায় মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও আন্তরিক দুঃখ দূরীকৃত হয়। সর্ব্বদা বিষাদবহ্নিতে যাহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে থাকে, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে তাহার মনও আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতে দেখা যায়। অতএব সকল ব্যক্তিরই কিছু২ সঙ্গীত শিক্ষা ক[illegible] নিতান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ বিদ্যার বিশেষ আলোচনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলমান রাজত্বের সময়ে ভারতবর্ষে যদিচ ঐ বিদ্যার সমধিক আলোচনা হইয়া থাকুক, তথাপি সেই সময়ে অশ্লীল নৃত্য গীতে সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা পর্য্যবসিত হওয়ায় তদবধি শিক্ষিত যুবকগণ ঐ বিদ্যার আলোচনা হৃদয়ের অবনতির কারণ মনে করিয়া তদ্বিষয়ে এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতা ও পূর্ব্ববাঙ্গালার কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির যত্নে ও অর্থব্যয়ে এক্ষণে এতদ্দেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যার কিছু কিছু আলোচনা হইয়া কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটি সঙ্গীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সঙ্গীতবিদ্ কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সঙ্গীত বিষয়ে কয়েকখানি উত্তম২ পুস্তক লিখিয়া সঙ্গীতশিক্ষার্থিগণের সঙ্গীতশিক্ষার সদুপায় বিধান করিতেছেন। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির ঐ বিষয়ে লেখনী ধারণ করা নিতান্তই ধৃষ্টতার কার্য্য। তথাপি মনের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সঙ্গীত বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যাহাতে সর্ব্বসাধারণের নিজ২ চেষ্টা দ্বারা সঙ্গীতশিক্ষা সহজে লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সদুপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইয়া আমি নানাবিধ সংস্কৃত ও ইংরেজি সঙ্গীত গ্রন্থ সমূহের সার সঙ্কলন করিয়া পশ্চাল্লিখিত যন্ত্রসমূহ বাদন করিবার, তাল দিবার ও লয় দর্শাইবার নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করিয়া কয়েকখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিবার মানসে আপাততঃ "সঙ্গীতশিক্ষা ১ম ভাগ" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রচারিত করিলাম।

(১) বীণা, শারঙ্গী, বিয়ালা, সুরশারঙ্গী, সেতার, এসরাজ এবং হারমোনিয়ম প্রভৃতি তার যন্ত্র।

(২) সানাই, রওসনচৌকি, বংশী, ফ্লুট্ এবং ক্লারিয়নেট্ ইত্যাদি ফুৎকার দ্বারা বাদিত যন্ত্র।

(৩) মৃদঙ্গ, তবলা, খোল, ঢোলক, খঞ্জনী, জোড়ধাই, নাগড়া প্রভৃতি কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত যন্ত্র।

(৪) ঘণ্টা, মন্দিরা, করতাল এবং খরতাল প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত যন্ত্র।

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বহুল ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গীতবিদ্ সহৃদয় ব্যক্তিগণ নিজ২ ঔদার্য্যগুণে তাহা ক্ষমা করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করিলে আমি ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া তাহা সংশোধন করিব। এক্ষণে বিনীতভাবে সকলের নিকট নিবেদন এই যে, আমার এই সামান্য পুস্তক দ্বারা সঙ্গীতশিক্ষার্থিগণের সঙ্গীতশিক্ষা বিষয়ে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ঢাকা নবাবপুর
।। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সাল

শ্রীসীতানাথ বসাক।

165

মহামহিম শ্রীযুক্ত সবরেজিষ্ট্রার বাহাদুর জিলা ঢাকা।

মহাশয় মহিমাবরেষু।

[illegible]

নামক পুস্তক ইং ১৮৮ [illegible]

তারিখে প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহা

আমি নিশ্চিতরূপে বিদিত করিতেছি। ইতি। ইং ১৮৮ [illegible]

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

[illegible]

প্রিণ্টার।

165

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং
নমঃ।

সঙ্গীতশিক্ষা।

প্রথমভাগ।

অমর নগরে সুরপতি সভায় দেব দেবীদিগের নৃত্য সময়ে তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষ দিগের নৃত্যকে " তাণ্ডব ", স্ত্রীলোকের নৃত্যকে " লাস " কহে, ঐ তাণ্ডব ও লাস উভয় শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া " তালা " শব্দ নির্দ্দেশিত হয়। এই তালা শব্দ সচরাচর " তাল " বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গান, বাদন, নর্ত্তন প্রভৃতি ক্রিয়ার সময়ের বা কালের পরিমাণ আছে। ঐ কাল করতালি কিম্বা বাদ্যাদি দ্বারা বিভাগ করার নাম " তাল।"

তালকে তুল্য ভাগে বিভাগ করার নাম ' লয়।' লয়ের গতি নানাবিধ, ; তন্মধ্যে "বিলম্বিত " অর্থাৎ ঠা বা ঢিমা, ' মধ্য ', ' দ্রুত ' অর্থাৎ জলদ্ বা দুন, ' বৈষম্য ' অর্থাৎ আড়ি, এবং ' অনুদ্রুত অর্থাৎ চৌদুন। এই লয়ই সঙ্গীতের এক প্রকার মুলাধার।

এক কিম্বা দুই বা তিন বা চারি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময়টি এক মাত্রা পরিমিত কাল। অথবা যৌবন কালে সুস্থ শরীরে মনুষ্যের নাড়ীর এক একটি আঘাতকেও একমাত্রা কাল বলিয়া গণনা করা যায়। এইরূপ (।) একমাত্রা কাল জ্ঞাপনের চিহ্ন। এইরূপ (৵) অর্দ্ধ মাত্রা কাল জ্ঞাপনের চিহ্ন। এইরূপ সার্দ্ধেক (।৵) মাত্রা কাল জ্ঞাপনের চিহ্ন। এইরূপ (×) অনুমাত্রা কাল জ্ঞাপনের চিহ্ন।

কতকগুলি মাত্রার মিলনকে একটি ' পদ ' কহে। যদ্দ্বারা মন ও কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, এরূপ নিয়ম সম্বদ্ধ থাকা কতকগুলি পরিমিত মাত্রা বিশিষ্ট পদকে ' ছন্দ ' কহাযায়।

ছন্দের ন্যায় তালেরও পদ আছে যথা—বিষম, সম বা মান, অতীত, অনাঘাত বা ফাঁক। প্রথমে যে স্থান হইতে তালের উদয় হয়, তাহার নাম বিষম, ইহাকে সাধারণে প্রথম তাল কহে। বিষম অর্থাৎ প্রথম তাল জ্ঞাপক (১) এইরূপ চিহ্ন। যেখানে তালের

বিশ্রাম হয় তাহার নাম সম। ইহাকে দ্বিতীয় তাল কহে। দ্বিতীয় তাল অর্থাৎ সমের এইরূপ (+) চিহ্ন। তালের উদয় হইতে বিশ্রাম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বিষম এবং সম এই উভয়ের মধ্যে যে কালটুকু তাহার নাম আনাঘাত অর্থাৎ ফাঁক, ইহাকে চতুর্থ তাল কহে। চতুর্থ তাল অর্থাৎ অনাঘাত বা ফাঁকের এইরূপ (O) চিহ্ন। বিশ্রামের স্থান হইতে পুনর্ব্বার বিষমে যাইতে হইলে, অর্থাৎ সম ও বিষম, এই দুইয়ের মধ্যে যে কালটুকু তাহার নাম অতীত, ইহাকে তৃতীয় তাল কহে। অতীত অর্থাৎ তৃতীয় তাল (৩) জ্ঞাপক চিহ্ন।

মৃদঙ্গ এবং তবলা সাধন প্রণালী।

তবলা মৃদঙ্গ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মৃদঙ্গের সমুদয়, বোল গুলি তবলাতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

তবলার ডাহিনাটির আটটি ঘাট সমস্বরে মিলাইয়া ডাহিনাটি দক্ষিণ দিকে বাঁয়াটি বাম দিকে (মৃদঙ্গ হইলে আটটি আঁটি সমস্বরে মিলাইয়া সম্মুখে) রাখিয়া যন্ত্রের কিরণের মধ্যস্থলে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া চাপা আঘাত করিলে ‘ দিং ’ হয়। মৃদঙ্গের পার্শ্বে চাটুর পার্শ্বভাগ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা সংযোগে আঘাত করিলে ‘ তা ’ বা ‘ ধা ’ হইয়া থাকে ; এই বোল তবলায় বাজাইতে হইলে ডাহিনার পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয়। মৃদঙ্গের মধ্য স্থলে দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া ফুলা আঘাত করিলে “ দিন্, থুন, দী, দিং ” উৎপন্ন হয়। মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে “ কি, টে, টি, তে, র ” উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে “ নে, না, ধা, ও ন্ উৎপন্ন হয়, যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠা দ্বারা ঈষৎ আঘাত করিলে ‘ নে ’ হয়। উভয় হস্ত খুলিয়া মৃদঙ্গে এক সময় ফুলা আঘাত করিলে ‘ ধা ’ হয়। বাম হস্তের দ্বারা বাঁয়াতে ফুলা আঘাত ও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে এক সময়ে আঘাত করিলে তবলায় ঐ বোল উৎপন্ন হয়। যন্ত্রের কিরণের পার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে ‘ না ’ এবং ঐ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শাঘাত দ্বারা ‘ আন্ ’ হয়। এই দুই বোল একত্র বাজাইলে ‘ নান্ ’ হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্য স্থলে চাপা আঘাত করিলে রে, ড়ি, টে হয়।

বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা একত্র করিয়া বাঁয়াতে বাম দিকে চাপা আঘাত করিলে “ খি, খে, ক, কা, কে, খু ” হয়। বাম হস্ত খুলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে “ গ, গি, ঘি, ঘে, গে, ধি, ধু, ধে, ” হয়।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে আঘাত করিলে 'কে' হয়, ঐ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে আঘাত করিলে 'ড়া' হয় এবং ঐ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ আঘাত করিলে-আন্ হয়, এই তিনটি বোল একত্র বাজাইলে 'কেড়ান্' হয়। অথবা বাম হস্তে 'কে' ও দক্ষিণ হস্তে 'ড়ান্' বাজাইলে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগে যন্ত্রের মধ্যে চাপা আঘাত করিলে 'তে' এবং ঐ হস্তে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে 'রে' হয়, এই দুইটী বোল একত্রে বাজাইলে 'তেরে' হয়। তেরের দ্রুত আঘাত দ্বারা 'ত্রে' বোলটী উৎপন্ন হয়। বাম হস্তে 'ধি' ও দক্ষিণ হস্তে 'ন্' এক সময়ে বাজাইলে 'ধিন্' হয়।

দিনতা শব্দটি দুইটি আঘাত দ্বারা হয় যথা—'দিন এবং তা'। এইরূপ ধা ও গে যোগে ধাগে, না ও গ যোগে নাগ, ঘে ও নে যোগে ঘেনে, তে ও টে যোগে তেটে, ধি ও না যোগে ধিন্না, থু ওনা যোগে থুন্না, গ ও দ্দী যোগে গদ্দী, ক ওত্তে যোগে কত্তে, এইরূপ ঐ সকল বর্ণ সংযোগে বহুতর বোল উৎপন্ন হয়।

উপরি উক্ত বোল গুলি পৃথক২ ডাহিনা এবং বাঁয়াতে সাধনা করিয়া নিম্ন লিখিত কয়েকটি বোল সাধনা কর পরে যখন উভয় হস্তের জড়তা দূর হইবে, তখন পশ্চাৎলিখিত ঠেকা গুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং বোল অনুযায়িক করিয়া সাধনা করিবে।

+। । । । ৩। । । ।
(১) ধেটে ধেটে তেরে কেটে, ধা ধা দিন্ তা,

৩। । । । ১। । । ।
ধাগে ধাগে তেরে কেটে ধা ধা দিন্ তা।

(২) তেরে কেটে তেটে কেটে, কেটে তাগ তেটে কেটে,
তাগ তেটে ঘেঘে তেটে কেটে তাগ তেটে কেটে।

(৩) ধাগে তেটে ধিধি তেটে, ধাগে ত্রেকট দিত্তা কত্তা,
তেরে কেটে ধেরে কেটে ধাগে ত্রেকট দিত্তা কত্তা।

পঠতাল।

চারিটি হ্রস্ব ও দুইটি দীর্ঘ মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল প্রথমে সৃষ্ট হয়, ইহাকে পঠ বা আদিতাল কহে। পঠতাল হইতে ঢিমে তেতালা, মধ্যমান প্রভৃতি তাল সৃষ্ট হইয়াছে।

দুইটি পঠতালে একটি কাওয়ালী, চারিটি পঠতালে একটি মধ্যমান ও আটটি পঠতালে একটি ঢিমে তেতালা হয়। কাওয়ালীর অর্দ্ধেক ঠুংরী, রূপকের দ্বিগুণ তেওট, একতালার দুই ফেরে চৌতাল, রূপক ও তেওরা প্রায় এক। তেওট ও ধামারের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফাঁক না দিয়া তেওটের তাল দিলে ঠিক ধামারের মত হয়।

পঠতাল।

+। ০। +। ০।
(১) ধা থুন্না (২) তা তিন্না।

(কাওয়ালী) চারিটি পদে কাওয়ালী হয়। প্রত্যেক পদ একটি দীর্ঘ বা দুইটি হ্রস্ব অথবা চারিটি অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। মধ্যমানের অর্দ্ধেক কাওয়ালী।

১। । +। । ৩। । ০। ।
(১) তা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা তিন্ তিন্ তা
(২) না ধিন্ ধা, ধিন্ ধিন্ তা, তা ধিন্ তা, কা থুন্না।

দ্রুত (জলদ্) তেতালা। ইহা মধ্যমান হইতে কিঞ্চিৎ দ্রুত ও কাওয়ালী হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

+। । ৩। । ০। । ১। ।
(১) ধা ধি, দাধেন্ দেন্, তা তি, তাধেন্ দেন্।
(২) ধাগি ধিধা, ধাগি ধিধা, নাতি তিতা, নাধি ধিধা।

শ্লথ (ঢিমে) তেতালা। ইহা ষোলটি দীর্ঘ মাত্রার তাল। মধ্যমানকে দ্বিগুণ বিলম্বিত করিয়া বাজাইলে অর্থাৎ দুইটি মধ্যমানে একটি ঢিমে তেতালা হয়।

+। । । । ৩। । । ।
(১) ধিন্ তা ধিন্ ধা, ধিন্ তা ধিন্ ধা,
০। । । । ১। । । ।
তিন্ তা কৎ তা, ধিন্ তা ধিন্ ধা।
(২) ধা ধাগি ধেন্ ধা, ধা ধাগি ধেন্ ধা,
দিন্ তা দিন্ তা, ধা ধাগি দিন্ ধা।

মধ্যমান। ইহার চারিটি পদ ও প্রতি পদে চারিটি হ্রস্ব বা দুইটি দীর্ঘ মাত্রায় বিভক্ত। ইহার গতি দ্রুত (জলদ্) তেতালার ন্যায় দ্রুত, অথবা শ্লথ (ঢিমে) তেতালার ন্যায় শ্লথ নহে। গীতাদির প্রত্যেক পদে মধ্যমানের এক ফেরের অধিক কখনই হয় না।

+। । । । ৩। । । ।
(১) ধা তে ধিন্ ধিন্, ধা তে ধিন্ ধিন্,
০। । । । ১। । । ।
না তে তিন্ তিন্, ধা তে ধিন্ ধিন্।

একতালা। ইহার তিনটি পদ, ফাঁক নাই তিনটিই তাল, ইহার প্রত্যেক পদ চারিটি অতি হ্রস্ব মাত্রা কিম্বা দুইটি দীর্ঘমাত্রায় পূর্ণ। একতালার দুই ফেরে চৌতালের এক ফেরের সহিত সমান।

+। । । । ৩। । । । ১। । । ।
(১) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তি ন্না না ধে, তেরে কেটে ধিন্ ধা।

(২) ধিন্ ধিন্ ধা ধা, তেৎ ধা না তেৎ, ধাগে নাগে ধিন্ ধা।

রূপক। ইহার তিনটি পদ, প্রথম দুইটি পদ সমানস্থায়ী ও প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ এবং তৃতীয় পদটি তিনটি মাত্রা যুক্ত।

১। ।   ৩। ।   ০+। । ।
(১) ধি ধাগ্, ধি ধাগ্, তি তি তাক্।
(২) ধিন্ নাগ্, ধিন্ নাগ্, তিন্ তিন্ তাক্।

খেমটা। ইহার চারিটি পদ, প্রত্যেক পদ ডেরটি দীর্ঘ মাত্রা অথবা তিনটি অতি হ্রস্ব মাত্রায় পূর্ণ। খেমটার গতি অতি দ্রুত, ইহার চারিটি পদে সাকল্যে ছয়টি মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+। ৺ ৩। ৺ ০। ৺ ১। ৺
(১) তাক্ ধি, না তিন্, ধাক্ ধি, না ধিন্।
(২) ধাগ্ ধি, না ধিন্ তাক্ ধি, না তিন।

আড়্ খেমটা। ইহার চারিটি পদ। ইহাতে সাকল্যে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ মাত্রা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

+। ।× ৩। ।× । ০।×
(১) ধিনি ধাক্ ধিনা, ধাগ্ তিনা তিন্,

। ।× ১। ।× । ।×
তা তেরেকেটে ধিন্, ধাগ্ তিনা তিন্।
(২) ধা ত্রেকেট্ ধিন্, তিন্ নাক্ তিন্।
তা ত্রেকেট্ তিন্, তিন্ নাক্ তিন।

কাশ্মিরী খেমটা।

+।৺ ১।৺ ×।৺ ১।৺
(১) ধিক্ না, তা তিতা। (২) ধিন্ নাক্, ধা তিতা।

কাহারবা।

+। ।৺ । ।৺ +। ।৺ ০। ।৺
(১) ধিধি কাট্, তাক্ দিন্। (২) তেরে কেটে, নাক্ দিন্

যৎ। ইহার চারিটি পদ। প্রথম ও তৃতীয় পদ প্রত্যেকে ডেড় মাত্রা যুক্ত এবং ২য় ও চতুর্থ পদ প্রত্যেকে দুই মাত্রায় পূর্ণ।

+। ৺ ৩। । ০। ৺ ১। ।
(১) ধা ধিন্, নাক্ তিন্, তা তিন, ধাগ্ দিন্।
(২) ধা থুন্, ধাগে তুন্, তা তুন্, ধাগে, থুন্।

আড়া ঠেকা। ইহার চারিটি পদ, প্রতিপদ দুই মাত্রা ও একটি অনুমাত্রা। ইহার তালাঘাতের নিয়ম কিঞ্চিৎ আড়, অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক পদের ২ য় মাত্রায় তালাঘাত।

।　×　+।　।　×　৩।
(১) ধা ধিন্ ধিন্　ধা,　তেটেধিন ধিন্　ধা,

।　×　০।　।　×　১।
না তিন্ তিন্　তা,　তেটে ধিন্ ধিন্　ধা

।　।×+　।　×　।৩
(২) ধিন　ধা,　ধিন　ধিন　ধা।

।　×।০　।　×　।১
থু　ন্না,　ধিন　ধিন　ধা।

ঠংরী। ইহা চারি মাত্রার তাল, দুই তাল এবং দুই শূন্য।

+।　০।　।+　০।
(১) ধিন ধা　তেটে,　তিন তা　তেটে।
(২) ধাগে　ধিন ধিন,　তাকে　তিন তিন।

পোস্ত। ইহা পৌণে চারি মাত্রার তাল। ইহার দুইটি পদ। ইহার দ্বিতীয়পদে সম।

১।　৬　+।　।　×　১।　৬　+।　।　×
(১) ধিন　নাক্　ধিন　দা　দা। (২) ধিন ধিন　ধী　দা　দা।

সুরফাক্তা। ইহার তিনটি পদ। ইহাতে পাঁচটি মাত্রা আছে।

+।　।　৩।　১।　।
(১) ধা তেটে　নাক্ধি,　ঘেড়েনাক্,　গদ্দি　ঘেড়েনাক্।
(২) ঘেড়েনাগ্　ধেনা,　ধিনি,　তাগে　থুনা।

[illegible] হার তিনটি পদ। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ প্রত্যেকে আড়াইমাত্রা করিয়া [illegible] এবং তৃতীয় পদটি কিঞ্চিৎ হ্রস্ব ও দুইটি মাত্রায় পূর্ণ। প্রথম পদে ইহার সম।

+।　।৬　১।　।৬　০।　।
(১) নাধে　ধেনদা,　তেরেকেটে　দিন,　ধিনি　তা
(২) কধে　ধেটেধে,　তেটে　ধিন,　দিন　তা।

চৌতাল ছয়টি পদের তাল। চৌতালের পদ দুই মাত্রায় পূর্ণ। তুল্য সময় অন্তর দ্বাদশ বার তুড়ি দিলেই চৌতাল হয়।

+।　।　০।　১।　।　০।　।　১।　।　১।　।
(১) ধা　ধা,　দিগু,　কৎ　তেটে,　ধিন　তা,　তেটে কেটে,　গেদি　ধিনা।
(২) ধা　ধা,　তেৎধা　ঘেঘে তেটে,　তেৎ　ধা,　তেরে কেটে,　গেদি ধিনা।
(৩) ধা　ধা,　ঘেড়েনাক্,　তি　তাক্,　ঘেড়ে নাক্,　তেরে কেটে,　গেদি ধিনা।

আড়া বা ছোট চৌতাল। ইহার চারিটি পদ এবং সাতটি দীর্ঘ মাত্রায় তাল। প্রথম

পদটি প্রত্যেক তিনটি পদের অর্দ্ধস্থায়ী ও তাহা একটি মাত্রায় পূর্ণ। এই পদটিতেই ইহার সম।

+। ১। । ৩। । ১। ।
(১) ধাগে, ধিনধিন দিন্তা, কৎতাক তেরেকেটে, ঘেঘেতেটে গেদিঘিনা।
(২) ধিনি, ধাগে তুন্না, তেরেকেটে ধেনা, তেটেকেটে ধেনা।

পড়েন্।

তেতালা।

+। । । । ৩। । । ।
(১) ধুনা কিটি ধুনা কিটি, তাক্ তেরে কেটে তাক্,
০। । । । ১। । । ।
ধুনা কিটি ধুনা কিটি, তাক্ তেরে কেটে তাক্।
(২) কেড়ান্ ধাধা ত্রেকেট্ নাকদিৎ, কেড়ান্ ধাধা দিন্তা তেৎধা।
ত্রেকেট্ তেটেকেটে ত্রেকেট্ নাগদিৎ, কেড়ান ধাধা দিন্তা তেৎধা।
(৩) থুনথুন নাগদিৎ ধাধা থিটিতাক্, ঘেড়ান ধাধা ত্রেকেট্ দিন্তা,
ত্রেকেট্ তাকেতাকে ত্রেকেট্ নাগদিৎ, ঘেড়ান ধাধা ত্রেকেট্ দিন্তা।

চৌতাল।

+। । ০। । ১। ।
(১) ঘেড়েনাগ ঘেড়েনাগ, দিন্তা ঘেড়েনাগ, দিন্তা ধুম কিটিদিন্তা,
০। । ১। । ১। ।
তেরেকেটেতক্ তেরেকেটেতক্, কত্তাঘেড়ে নাগধুম, কিটিকত্তা গেধিঘিনি
(২) তেটেকেটে ঘেঘেতেটে, তেটেকেটে ঘেঘেতেটে, কত্তাতেরে কেটেকত্তা,
তেরেকেটে ঘেঘেতেটে, কত্তাঘেঘে তেটেধুম, কিটিকত্তা গেদিঘিনি।
(৩) তেরেকেটে তেরেকেটে, ধেরেকেটে তেরেকেটে, তক্তেরে কেটেতক্।
ধেরেকেটে তেরেকেটে, তক্ধুম কিটিধুম, তেরেকেটে গেদিঘিনা।
+॥ । । ০। । । । ১। । । ।
(৪) ধাধা তেরেকেটে ধা, তেটেকেটে গেদিন ধাকেটে তক্, থুন থুন ধাগেদিন তান,
০। । । । ১। । । । ১। । । ।
ধাত্রেকেট তক্ থুনথুন, গেদিন তান ঘেড়েনাগ গেদিন, তাক্ ধাগে দিন তান

রূপক।

৩। । ১। । +। । ।
(১) তে তাক্, তা কিট্, তাক্ ধিনা কিটি।
(২) ধা গে, ধিন্ তা, তাক্ ধিনা দিন্তা।
(৩) ধিন্ ধাগ্, তেরে কেটে, থুন্না তেরে কেটে।

ছোট চৌতাল।

(১) ধীকেটেতেটে, ধাগেধাগেতেটে তাক্‌ধুমকিটিতাক্‌, তাক্‌ধুমকিটিতাক্‌,
ঘেড়েনাগ্‌, ঘেড়েনাগ্‌ তেরেকেটে।

(২) ধাতেরেকেটেতক্‌, তেরেকেটেতক্‌ তাকেত্রেকেটতক্‌, তেরেকেটেকেটেতক্‌
ধিন্‌কেড়ানতাধা, ধিন্‌কেড়ানতাধা ধিন্‌কেড়ানতাধা।

(৩) তাকেতেরেকেটে, ধাগেতেরেকেটে তাক্‌ত্রেকেট্‌তাক্‌, তাক্‌ত্রেকেট্‌তাক্‌
তেরেকেটে, তেরেকেটে কেটেতক্‌।

সুরফাক্তা।

(১) তাক্‌ তেরেকেটেতাক্‌, ঘেড়েনাগ্‌, ঘেড়েনাগ্‌ খিটিতাক্‌।

(২) ধাগেত্রেকেট্‌ তক্‌তা, ধেত্তা, তেরেকেটেতক্‌ খিটিতাক্‌।

(৩) তাক্‌ ঘেড়ে নাগ তাক্‌ ধা ধা, তা ধা ঘেড়েনাগ্‌, ধুমকিটি
ধা কেড়ান্‌ ধা ধা ত্রেকট্‌তা গেদিঘিনি।

ধামার।

(১) ধিন্‌ ধাগে ধিন্‌, দিন্তা তাক্‌ তেরে কেটে, ধুমকিটি গেদি ঘিনি

(২) ধাগ্‌ ঘেঘে নাগ্‌ থুন্‌ নাগ্‌, তেরেকেটে তক্‌ ধাগ্‌ ঘেঘে নাগ্‌,
দিন্‌ নাগ্‌ তেরেকেটে তক্‌।

(৩) দী তেরেকেটে থুন্‌ তা কেটে, তাক্‌ তেরেকেটে তাক তাক্‌ তেরেকেটে
তেরেকেটে তাক্‌ তাক্‌ তেরেকেটে।

ঝং।

(১) তেতাক্‌ ধিক্কা, দিন্তা ধিন্‌, তা ধিক্কা, দিন্তা ধিন্‌।

(২) ধা ধিক্কা, গেদিন তা, না ধিক্কা, গেদিন্‌ তা।

একতালা।

(১) দীকেটে তক্‌ তেরেকেটে তক্‌, কেটে তক্‌ ত্রেকেট্‌ তক্‌, ধেরেকেটে
তক্‌ কেটে তক্‌।

(২) দীকেটে তক্‌ দীকেটে তক্‌, তেরেকেটে তক্‌ ত্রেকেটে তক্‌, ত্রেকেট
তক্‌ কেটে তক্‌।

১।　　　।　　　।　　　+।　　　।　　　।
(৩) ঝিংকেড়ানূতা　ধাগেনা　ত্রেকেট,　ধাগেনা　ধাগেনা　তাত্রেকেট,
৩।　　　।　　　।
তাক্ঘেড়ানতক্　ত্রেকেটতক্কা　গেদ্দিঘিনি।

(৪)　তক্　ঘেড়ান　ধুমকিটি,　ধুমকিটি　ঘেড়ান　ধুমকিটি,
ধুমকিটি　ঘেড়ান　গেদ্দিঘিনি।

আড়াঠেকা।

+ ।×।　　　৩। ×।　　　০। ×।　　　১। ×।
(১)　ধিক্তা,　গেদিনতা,　ধিক্ দা,　গেদিন তা।
(২)　ক্রেধেন্না,　ধিনিতা,　ক্রেধেন্না,　ধিনিতা।

কাওয়ালী।

১।　　।　　+।　　।　　৩।　　।　　০।　　।
(১) নিত্তাক্ ধাগেধিনা,　ক্রেধেন্না　তাক্,　নিত্তাক্ ধাগেধিনা,　ক্রেধেন্না　তাক্।
(২) ঘেড়ে　নাগ,　ধিন　ঞিক্কা,　ঘেড়ে　নাগ,　তিন　তিক্কা।
(৩)　ধা　ঝেকেটতক্,　গেদ্দিন　ধা,　ধা　ত্রেকেটতাক্,　গেদ্দিন　ধা।

পোস্ত।

১।　　৬　　+।　　।　　×
(১)　তেরেকেটে　তাক্　দিন　ধা　ধা।
(২)　ঘেড়েনাগ　তাক্　ধা　তা　না।

মধ্যমান।

+।।　।　।　।।　।　।　৩।।　।　।　।।　।।
(১) ঘেড়ানে　ধা　ধা　দিস্তা　ঘেড়েনাগ,　ঘেড়ানে　ধা ধা　দিস্তা　ঘেড়েনাগ
০।।　।　।　।।　।　।　১।।　।　।　।।　।।
তেরেকেটে ধাগেনা ধাগে তেরেকেটে তাগ দেৎ,　ঘেড়ানে ধা ধা　দিস্তা　ঘেড়েনাগ

+।।　।　।　।।　।　।
(২) ঘেড়ানে　ধাত্রেকেট　দিন　দিস্তা　তেটেকেটে　তাক্,
৩।।　।　।　।।　।　।
ঘেড়ানে　ধাত্রেকেট　দিন　দিস্তা　তেটেকেটে　তাক্
০।।　।　।　।।　।　।
তেরেকেটে　তাগে　তাগে　তেরেকেটে　তাগ　দেৎ,
১।।　।　।　।।　।　।
ঘেড়ানে　ধাত্রেকেট　দিন　দিস্তা　তেটেকেটে　তাক্।

যে যে গীতে যে যে তাল সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ধ্রুপদে।

চৌতাল, ধর্ম্ম বা ধামার, তীব্র বা তেওরা, ঝম্প বা ঝাপ, রূপক বা যাত্রাই, সুরফাক বা সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ, লক্ষ্মীতাল, গণেশতাল, নরগ্রহতাল, বিষ্ণু, নারায়ণ, সুর্য্য, দোবাহার, সাস্তি, রাস, খামসা, বীরপঞ্চ, মোহন, ঢিমে তেতালা, পঠতাল ইত্যাদি।

খেয়ালে।

মধ্যমান, কাওয়ালী, একতালা, আড়া, তেওট, সওয়ারি, কৌরদস্ত, আড়া চৌতাল ইত্যাদি।

টপ্পায়।

যৎ, পোস্ত, আদ্ধা, ছেপকা, ঠুংরী, খেমটা, আড়খেমটা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীগণ! ইহা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, উপরি উক্ত মাত্রানুযায়ী তাল সংযুক্ত বোলগুলি, যদি সঙ্গত করিবার সময় বড় শুশ্রাব্য বোধ না হয়; কারণ 'ধিনের' স্থলে 'দিৎ', 'দিং' স্থলে 'তুন', 'কেটে' স্থলে 'ধেরে', কি 'ধেরে' স্থলে 'ধা' কিম্বা 'তেরেকেটে', 'ধেরেকেটে', 'ধুমাকিটি', 'গেদিঘিনি' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিলে অপেক্ষাকৃত রাগ রাগিণীর গতি হেতু ভাল শুনা যায়, তবে ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু সাবধান মাত্রা যেন ঠিক থাকে, তাহা না হইলে লয়ের ব্যতিক্রম হইয়া, তাল ছিন্ন ভিন্ন হইবেক এবং নিজের কাছেই তাক্তজনক বোধ হইবেক, অপরের নিকট আর অধিক কি বলিব, প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইবেন।

স্বরগ্রাম সাধন প্রণালী।

"ষড় জর্ষভৌচ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিশাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ"।

স্বরের নাম।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ

এই সাত স্বরের এক একটির এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলিয়া পুরাণে উক্ত হয়, যথা, ষড়জ অগ্নির, ঋষভ ব্রহ্মার, গান্ধার সরস্বতীর, মধ্যম মহাদেবের, পঞ্চম লক্ষ্মীর, ধৈবত গণেশের, নিষাদ সূর্য্যের অধিকৃত।

তার যন্ত্রগনার সহিত ঐক্য করিয়া এই সমস্ত স্বর সাধিবার সৌকর্য্যার্থে ইহাদিগের আদ্য অক্ষর গুলি বাঙ্গাক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা।

সা	ঋ	গ	ম	প	ধ	নি

সা, ঋ, গ,ম,প,ধ,নি সাধন কালে সা, রে,গা, মা, পা, ধা,নি, এইরূপ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশে তিন সপ্তক প্রচলিত আছে যথা উদারা, মুদারা এবং তারা।

নাভিস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত যে প্রদেশ তাহার নাম 'উদারা' গ্রাম তাহাতে প্রথম সপ্তক স্বর সংযুক্ত আছে। বক্ষঃস্থল হইতে কণ্ঠস্থল পর্য্যন্ত যে মধ্যস্থল তাহার সংজ্ঞা 'মুদারা' গ্রাম, ইহাতে দ্বিতীয় সপ্তক স্বর সংলগ্ন আছে; এবং কণ্ঠ দেশ হইতে ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্য্যন্ত তার স্থান, এ নিমিত্ত তাহাকে 'তারা' গ্রাম কহে, ইহাতে তৃতীয় সপ্তক স্বরের অধিষ্ঠান। এইরূপ (উ্র) চিহ্ন যে সুরের উপরে প্রদত্ত হইবে তাহারা 'উদারা' ও এইরূপ (ত্র) 'তারা' গ্রাম, যেখানে এইরূপ চিহ্ন নাই সেই সুর গুলি 'মুদারা' গ্রাম জানিবেন।

"সুর অভ্যাস করিতে একটি তাম্বুরা অতিশয় প্রয়োজনীয়। তাম্বুরার সহিত সুর সাধিতে হইলে কিরূপে তাম্বুরা বান্ধিতে হয় তাহা এইক্ষণে লিখিত হইতেছে। তাম্বুরার লাবু বাদকের দক্ষিণ দিকে ও কাণ বামদিকে পড়ে এরূপে তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া, সর্ব্বোপরি যে একটি পিতলের তার দৃষ্ট হয়, তাহাকে পঞ্চম কহে; পঞ্চমের বাম দিকে যে দুইটি ইস্পাতের পাকা তার থাকে তাহার প্রথমটির নাম সুর, ও দ্বিতীয়টির নাম জুড়ি; জুড়ির বাম দিকে খরজ নামে আর এক গাছি পিতলের তার থাকে। তাম্বুরায় সর্ব্ব শুদ্ধ পঞ্চম, সুর, জুড়ি ও খরজ এই চারিটি তার বান্ধা থাকে। এই চারিটি তার সমান করিয়া বান্ধা হয় না, সুর ও জুড়ি প্রথমে যথেচ্ছা ক্রমে অনায়াসসাধ্য কণ্ঠ স্বরের সহিত ঐক্য করিয়া বান্ধিতে হয়। খরজ সুর জুড়ি অপেক্ষা এক গ্রাম অথবা সাত ঘাট নরম করিয়া বান্ধা হয়, আর পঞ্চম, সুর জুরি অপেক্ষা তিন ঘাট নরম করিয়া বান্ধা হয়। এইরূপে চারিটি তার চড়াইয়া, প্রত্যেক তারের নিম্ন দিয়া সোয়ারি নামক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর কিঞ্চিৎ সুতার গুচ্ছি বসাইবে, সেই সুতার গুচ্ছি বসাইলে যে প্রবণ সুর হয়, তাহাকে জোয়ারি মিল কহে। তাম্বুরার সুর ও জুড়ি বান্ধিবার নিয়ম অতি সহজ, খরজ পঞ্চম বান্ধা ও জোয়ারি মিল করা কিঞ্চিৎ কঠিন। এই নিয়মে তাম্বুরা মিল করিলে পরে 'আ' বলিয়া গলায় সুর দিয়া স্বর হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিবেন, এইরূপ করিলে দেখিতে পাইবেন, যে এক স্থানে গলার স্বরে ও তাম্বুরার তারের সুরে মিল হইবে; সেই স্বরটির নাম সুর ও তাহার সাঙ্কেত সা। এই সা সুরটি নির্দ্দেশ করিয়া, পরে এক সুর, দুই সুর, তিন সুর, এইরূপে ক্রমে গলা চড়াইলে, অর্থাৎ উচ্চ করিলে, এমন একটি উচ্চ সুর উৎপন্ন হইবে, যাহার সহিত পুনরায় তাম্বুরার তারের সুরে মিল হইবে। যাহার গলা হইতে আরো উচ্চ ধ্বনি নির্গত হয়, তিনি আবার তাহার পরে ক্রমশঃ চড়িয়া গেলে পুনর্ব্বার তারের সুরে ও গলার সুরে মিল হইবে। অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে, যে সা হইতে ক্রমশঃ সাত সুর চড়িয়া গেলে ঐরূপ ঐক্য হয়। সা সুর

দিয়া পরে সাত সুর চড়াইলে যে সুর নির্গত হয়, সে সুর আর প্রথম সা—র সুর ঠিক তুল্য হয়, তবে একটি খাদ ও একটি চড়া হয় এই মাত্র প্রভেদ। যেমন স্ত্রীলোক ও পুরুষে একত্রে গাইলে, হয় একজনে চিক্কণ ও একজন গম্ভীর স্বর ব্যবহার করে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সুর মিলিত হয় তাহা বুঝা যায়। এত দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, যে সুর সর্ব্ব সমেত সাতটি যেহেতু সপ্তম সুর হইতে ক্রমশঃ চড়াইলে পুনরায় সেই প্রথম সুর পাওয়া যায়।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটি সুর ক্রমান্বয়ে সমান ওজনে অনুলোমিক ক্রমে উচ্চ করিতে শিখিলে, বৈলোমিক ক্রমে অর্থাৎ সুর উল্টা করিয়া নীচু মুখে আনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা—নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা প।

স্বর স্বাভাবিক সুরের কিঞ্চিৎ উচ্চ হইলে তীব্র অর্থাৎ কড়ি ও নীচু হইলে কোমল কহে। এইরূপ চিহ্ন (৭) তীব্র ও এইরূপ চিহ্ন (^) কোমল জানিবেন।

যে যে রাগ রাগিনীর আলাপে সাত সুর ব্যবহৃত হয় তাহারা 'সম্পূর্ণ' জাতীয়। কোন রাগ আলাপে যে সুর প্রথম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'গ্রহ বা গিরি'। রাগে যে সুর স্বামীবৎ ব্যবহৃত হয় তাহাকে 'অংশ বা বাদী' কহে। রাগে মন্ত্রিবৎ যে সুর ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ বাদী স্বরের অনুগত হইয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'সম্বাদী' কহে।

নিম্ন লিখিত সুর গুলি মাত্রানুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ করিয়া অতি মনোযোগের সহিত নিশ্চিন্তে,নির্জ্জনে সানাইতে বা বংশীতে বা বেহালায় বা সেতারে বা এস্‌রাজে বা সারঙ্গে বা সারিন্দায় বা হারমোনিয়ম ইত্যাদি তার যন্ত্রে বা তানপুরা ক্রমে কণ্ঠধ্বনীতে সাধন কর।

(১) সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি; নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা। এইরূপ দুই মাত্রা (সা, ঋ, গা) তিন মাত্রা (সা, ঋ, গা,) চারিমাত্রা (সা, ঋ গা···) দিয়া সাধন কর।

(২) সা ঋ গ, ঋ গ ম, গ ম প, ম প ধ, প ধ নি, ধ নি সা*; সা* নি ধ, নি ধ প, ধ প ম, প ম গ, ম গ ঋ, গ ঋ সা।

এই (সা*) কে তারা গ্রামের সা ধরিতে হইবেক।

(৩) সা ঋ, ঋ গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি, নি সা*; সা* নি, নি ধ, ধ প, প ম, ম প, গ ঋ, ঋ সা।

(৪) সা গ, ঋ ম, গ প, ম ধ, প নি, ধ সা; সা ধ, নি প, ধ ম,

প গ, ম ঋ, গ সা।

(৫) সা ঋ, গ ম, প ধ, নি সা,*; সা* নি, ধ প, ম গ, ঋ সা;

(৬) সা ঋ গ ম প ধ নি সা *; সা* নি ধ প, ম গ ঋ সা।

(৭) সা ঋ সা ঋ গা, ঋ গা ঋ গা ম, গ ম গ ম প, ম প ম প ধ,

প ধ প ধ নি, ধ নি ধ নি সা, সা নি সা নি ধ, নি ধ নি ধ প,

ধ প ধ প ম, প ম প ম গ, গ ম গ ম ঋ, গ ঋ গ ঋ সা।

(৮) সা ঋ গ ম, প ধ নি সা* ঋ সা নি ধ, প ম গ ঋ।

(৯) সা ঋ গ ম প, ধ নি সা ঋ*গ, ঋ*সা নি ধ প ম, গ ঋ সা।

(১০ক) সা ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ম গ ঋ সা, সা ঋ

গ ম প ম গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ

গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ধ নি সা*

নি ধ প ম গ ঋ সা;

(খ) সা* নি সা,* সা* নি ধ নি সা,* সা* নি ধ প ধ নি সা,*. সা*

নি ধ প ম প ধ নি সা,* সা* নি ধ প ম গ ম প ধ

নি সা,* সা* নি ধ প ম গ ঋ গ ম প ধ নি সা,*

সা* নি ধ প ম গ ঋ সা ঋ গ ম প ধ নি সা*

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঢিমে তেতালা।

নি Δ

রাত্রি ১১ দণ্ড অবধি ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

৩। । । । ০। । । । ১। ।। । +।।। । ।৩ । ।।
ধিন্ তা ধিন্ ধা তিন্ তা কৎ তা ধিন্ তাধিন্ তা ধিন্ তাধিন্ ধা ধিন তা ধিন্ধা

ধ নিΔ ধ প, ধ নিΔ সা*, নিΔ ধ গ, ম ম, গ ঋ সা,

০। । । । ১। । । । +। । । । ৩। । । ।
তিন্ তা কৎ তা ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ ধা ধিন্ তা ধিন্ ধা

ধ নিΔ প, ধ নিΔ সা* নিΔ, সা* সা,* ঋ* ঋ* নিΔ ধ,

০। । । । ১। । । । +। । । ।
তিন্ তা কৎ তা ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ ধা

নিΔ সা* নিΔ, ধ ম, গ ঋ সা ::

বাগেশ্বরী বা বাগেশ্রী রাগিনী। তাল যৎ।

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। সা বাদী। ম সম্বাদী। গΔ ধΔ নিΔ।

রাত্রি ১১ দণ্ডের পর ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

উ

০। ˚ ১। । +। ˚ ৩। । ০। ˚ ১। । +। ˚ ৩। ।
না তিন ধাগে ধিন ধা ধিন ধাগে তিন না তিন ধাগে ধিন ধা ধিন ধাগে তিন

গ গ, ঋ সা, সা নি, ধ প, প নি, নি ধ, প ধ, নি সা,

উ তা

০। ˚ ১। । +। ˚ ৩। ।
না তিন ধাগে ধিন ধা ধিন ধাগে তিন

নি সা, সা ম, ঋ প, প সা ::

অন্তরা।

০। ˚ ১। । +। ˚ ৩। । ০। ˚ ১। । +। ˚ ৩। ।
না তিন ধাগে ধিন ধা ধিন ধাগে তিন না তিন ধাগে ধিন ধা ধিন ধাগে তিন

নি ধ, প প, নি ধ, প ম, ম প, প ম, গ ঋ, সা সা ::

সেতার।

"সেতারটি দক্ষিণ হস্তের কব্জিসহকারে চাপিয়া রাখিয়া, বাম হস্তের আনগোছা ঠেশ দিয়া বাজাইতে হয়। বাজাইবার সময় কেবল বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা, এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা তারকে পর্দ্দার উপর ধারণ করিতে হয়; এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে একটি অঙ্গুলিত্র অর্থাৎ মিজ্রাব দিয়া তারকে আঘাত করিতে হয়। বাদনকালে সেতারের কাণের দিক হইতে তুম্বের দিকে নামিয়া আসিতে বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির ব্যবহার হয়; এবং তুম্বের দিক হইতে কাণের দিকে উঠিতে তর্জ্জনীর ব্যবহার হয়। বাম হস্তের এই দুই অঙ্গুলি ভিন্ন সেতারে আর অধিক অঙ্গুলির ব্যবহার আবশ্যক হয় না। সেতারে কাণের দিক হইতে তুম্বের দিকে আসাকে অনুলোম অর্থাৎ চড়িয়া যাওয়া কহে, এবং তুম্বের দিক্ হইতে কাণের দিকে যাওয়াকে বিলোম অর্থাৎ খাদে আসা কহে।

সেতার বাজাইবার নিমিত্ত কতকগুলি কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—"ডা, ডে, ডি, ডারা, ড্রিরি, ডাএরার, ড্রায়রে, ডার্"। এই সকল বোল লিখিত মাত্রানুযায়ী লঘু ও গুরুরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীস্থ মিজ্রাব দ্বারা তারকে ভিতর দিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আঘাত করাকে "ডা" কহে, এবং উহার বিপরীত আঘাতকে "রা" বলে। এই দুই "ডা" 'রা' শব্দ সর্ব্বদাই সেতারের গতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডারার দুন অর্থাৎ জলদ্ 'ড্রিরি'।

সারগম্ সাধনের সময় একবার ডা একবার রা পড়িবে, কখনই দুইটি ডা কিম্বা দুইটি রা পড়িবেনা, এবং অনুলোমে বাম হস্তের মধ্যমা ও বিলোমে তর্জ্জনী ব্যবহৃত হইবে। রা বাজাইবার সময় খরজের জুরির তারের সহিত নায়কী তারে আঘাত করা কর্ত্তব্য।"

সেতারেতে সচরাচর ১৭ খানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ১৪ খানি সচল ও ৩ খানি অচল। সচল পর্দ্দা বিনাইত সূত্র অর্থাৎ তাঁতে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবশ্যক মতে তাহাদিগকে সহজে উপরে বা নীচে নাড়া—যাইতে পারে। প্রথম সাধনের সময় প্রথম, চতুর্থ ও দশম পর্দ্দাতে এক কালে হাত লাগিবে না, তাহারা বিকৃত সুরের পর্দ্দা অর্থাৎ প্রথমটি উদারার কড়ি মধ্যম, চতুর্থটি উদারার কোমল নিখাদ এবং দশমটি মুদারার কড়ি মধ্যম। অনেক রাগে প্রকৃত ও বিকৃত স্বরের ব্যবহার হইয়া থাকে এই জন্য বিকৃত সুরের তিনটি বেশী পর্দ্দা না থাকিলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

তর্জ্জনীর সংকেত ১, মধ্যমার সংকেত ২, যেথানে কোন অঙ্গুলিই ব্যবহার হয় না অর্থাৎ খোলা তারে আঘাত লাগে তাহার সংকেত শূন্য।

সেতারের উদারার গ্রাম সাধন।

খরজের কাচা ও নায়কী পাকা তার সংযোগে উদারার গ্রাম নির্দ্দেশিত হয়। যথা—

মু

সা ঋ গ মু প ধ নি সা, নি ধ প ম গ ঋ সা।
০ ১ ২ ০ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ০ ২ ১ ০

মুদারার গ্রাম সাধন।

তা

সা ঋ গ ম প ধ নি সা, নি ধ প ম গ ঋ সা
১ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

তারার গ্রাম সাধন।

খরজের কাচা ও নায়কী পাকা তার সংযোগে তারার গ্রাম নির্দ্দেশিত হয়।

সা ঋ গ ম প ধ নি, নি ধ প ম গ ঋ সা
১ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১

লখনৌ ঠুংরী।

(ধΔ)

উ উ

১। । + ৩ ০। ১।

সা ঋ { নি সা নি ঋ, ঋ গ ঋ ঋ, গ ম ম, ম গ ঋ,
১ ২ { ১ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১

+। ৺ ৺ ৩৺ ৺ ৺ ৺ ০৺ ৺ × × ৺

গ ম ম, ম প ধΔ প, ম গ ঋ সা ঋ)
২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২

+ ৩। ০ ১ + ৩।

গ ম গ প প প, প প নি ধΔ ধΔ, প ধΔ ম প, গ ম গ প, প প প,
২ ২ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ২ ২

০৺ ৺ ৺ ৺ ১। ৺ ৺ +। ৺ ৺ ৩৺ ৺ ৺ ৺ ০৺ ৺ ৺ ৺

প নি ধΔ ধΔ প গ গ, গ ম ম, প ধΔ প ম, গ ঋ সা ঋ }
২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ }

বিরারী রাগিণী। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। নিগ্রহ, সা বাদী, গ সম্বাদী। (ঋ∆ ধ∆) দিবাভাগ।

উ								তা							
+				৩				০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা
নি	ম	গ	প,	ম	ধ	ধ	সা,	সা	ধ	ধ	প,	প	ম	গ	ম,
ডা	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা	রা	ডা	রা	ডায়	ডিরি	ডায়	ডিরি	ডা	রা
১	২	১	২	১	২	২	২	২	১	১	১	১	১	১	২

উ											উ				
+				৩				০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা
ম	ম	গ	গ,	গ	ঋ	সা	নি,	নি	ধ	ধ	ধ,	সা	সা	নি	সা,
ডা	ডা	ডা	রা	ডাঅ	ডিরি	ডা	রা	ডায়	ডিরি	ডা	রা	ডায়	ডিরি	ডা	রা
২	২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	০	০	২	২

	উ					উ								উ
+				৩				০				১		
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	নাধিন্	ধিন্	ধা
প	ধ	নি	সা	সা	নি	নি	নি	নি	গ	গ	গ	ঋ	সা	নি
ডা	রা	ডা	রা	ডায়	রা	ডা	রা	ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডায়ার	ডায়ার	ডা
১	১	২	২	২	১	১	১	১	২	২	২	১	২	১

					উ									
+				৩			০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা
গ	প	ঋ	ঋ,	সা	নি	সা,	ম	ম	ম	গ,	ঋ	ঋ	সা	সা
ডা	রা	ডা	রা	ডায়	রা	রা	ডা	রা	ডা	রা	রা	ডা	রা	রা
১	২	১	১.	১	১	২	২	২	২	১	১	১	১	১

	তা														
+				৩				০				১			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা
সা	সা	সা	ধ,	ধ	প	প	প	ম	গ	গ	গ	ঋ	ঋ	সা	সা
ডায়	ডা	রা	ডা	রা	ডা	ডা	রা	ডা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	রা
১	২	২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১

অহং খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

সম্পূর্ণ। সা গৃহ। গ বাদী। প সম্বাদী। রাত্রি ১১ দণ্ডের পর ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

তা তা

০॥ তিন্ তিস্তা ১॥ ধিন্ ধিস্তা +॥ ধিস্তা ধিন্ ৩॥ ধা ধিস্তা ০॥ তিন্

সা ম গ ম, প ধ নি সা, নি ঋ সা নি, ধ ধ প গ সা প

ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডা ডা ডা ডা ডিরি

১ ২ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

তা—

তিস্তা ১॥ ধিন ধিস্তা +॥ ধিস্তা ধিন্ ৩॥ ধা ধিস্তা।

ম প, ধ নি প ধ, সা ঋ সা ঋ, ধ প ম গ

ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা রা

১ ২ ২ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১

অন্তরা।

তা—

০॥ তিন্ তিস্তা ১॥ ধিন্ ধিস্তা +॥ ধিস্তা ধিন্ ৩। ধা ধিস্তা

গ সা গ সা, ধ ধ নি প, প ধ প ম, গ ঋ সা সা

ডিরি ডা ডিরি ডা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডা ডা রা

২ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ঃ ঃ

বেহাগ উপরাগ। তাল কাওয়ালী।

রাত্রি ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

তা

০। । । । ১। । । । +। । । । ৩। । । । ০। । । ।

সা গ গ গ, ম প প প, সা সা সা সা, নি নি প প, প ধ প ম

ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডায় রা ডা ডিরি ডায় রা ডায় রা ডা র ডায় ডিরি ডা রা

তা

১। । । । +। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । । ।

ম গ গ গ, ম প ম ম, গ গ সা সা, প প প সা, সা সা সা সা

ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

তা— উ

+। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । । ।
সা সা ঋ সা, নি নি প প, ধ ম ম গ, ম ম প ম,

ডা র ডা রা ডায় ডার্ ডিরিডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা

+। । । । ৩। । । ।
গ গ গ গ গ গ ম ম

ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা

অন্তরা।

তা তা – তা

০। । । । ১। । । । +। । । । ৩। । । ।
সা গ গ ম, প প সা সা, সা গ ঋ গ, গ ঋ সা সা,

ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডায় রা ডা ডিরি ডায় রা ডায় রা ডায় রা

০। । ॥ ১॥ । । +॥ ॥ ৩॥ ॥ ০। । । ।
নি নি নি, প ধ নি, নি ধ প প সা গ গ ম

ডা ডিরি ডারা ডারা রা রা ডিরি ডিরি ডা ডা ডা রা ডারা

১। । । । +। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । । ।
প প প প, ধ ধ ধ ধ, ধ ধ প প, ম ম ম ম, ম প ম ম,

ডা রা ডা রা ডা য় ডা রা ডায় ডার্ ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরিডা

তা তা তা

+। । । । ৩। । । । ০। । । । ১। । । । +। । । ।
গ গ গ গ, গ গ সা সা, প প সা সা, সা সা সা সা, সা সা ঋ সা,

ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা, ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা য় ডা রা

তা

৩। । । । ০। । । । ১। । । । +। । । । ৩। । । ।
নি নি প নি, সা সা ঋ সা নি ধ প ধ, নি নি ধ ধ, প প প প

ডায় ডার্ ডিরিডা ডিরি ডিরি ডিরিডা ডিরি ডিরি ডিরিডা ডাডিরি ডিরি ডিরি ডায়রা ডায়রা

175

গীত লিপিবদ্ধ করিবার ধারা।

রাগিনী ঝিঁঝিট। তাল জলদ্ তেতালা।

রাত্রি ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত।

উ

সা ঋ সা নিঃ, ধ সা, সা ঋ ঋ, প গ প প,

চ ল রে ম ন অ চ ল যা ই কৈ লা শ

ন ঋ, ম ম ম ম, গ গ গ গ, গ গ গ গ, গ ঋ সা সা,

কা য কি ই ই কা লে এ এ র অ ধি ই ই কা রে অ ধি

সা সা সা সা, সা ঋ ঋ ঋ, সা ঋ গ গ গ, সা ঋ ঋ,

ক অ দি ন আ র অ অ ক রে বা আ স চ ল যা

উ

গ গ গ গ, সা ঋ সা নিঃ, ধ সা, সা ঋ ঋ, গ গ গ গ

ই কৈ লা শ চ ল রে ম ন অ চ ল যা ই কৈ লা শ

অন্তরা।

সা ঋ ঋ ঋ, গ গ গ গ, গ গ গ গ, ম ম ম ম, গ ম ম প

বি প ক্ষ অ অ অ নে এ *ক আ আ আ ছে এ এ বি পা কে এ প

ম ম ম ম, গ গ গ গ, ম ম ম ম, ম ম ম ম, ম ম ম ম, গ গ গ গ

ড়ি ই ই বি পা আ ছে এ মা আ আ য়ে র অ ছে লে মা য়ে এ এ র অ কা আ

গ ঋ সা সা, সা সা সা সা, সা ঋ ঋ ঋ, সা ঋ গ গ

ছে এ এ এ গি য়ে এ ঘু মা আ আ ও নি ই শ্চি ন্তে

সা ঋ ঋ গ গ গ গ

চ ল যা ই কৈ লা শ

বেহাগ উপরাগ। তালমধ্যমান।
রাত্রি ১৬ দণ্ড অবধি ২০ দণ্ড পর্য্যন্ত

তা

সা গ গ গ, ম প প, সা সা সা, নি প, ধ প ম গ, ম গ গ গ,

(ও মা আ আ ন মঃ না রা আ য় অ ণী ত্র হ্ম অ অ স না আ আ

তা তা তা উ

ম প ম, গ গ সা, প প প সা, সা সা সা সা, সা সা ঋ সা, নি প

ত অ অ নী ঈ ঈ চা আ আ মু উ উ উ ণ্ডে এ চ ন্দ্রা আ ন নী

তা তা

ধ ম ম গ, ম প ম, গ, গ ম, সা গ গ ম, প সা সা, সা গ ঋ প,

রু উ উ উ দ্রা আ আ আ নী ঈ) (কা লী ক পা লি ই নী নৃ মু উ ণ্ড

তা

গ ঋ সা সা, নি নি নি, প ধ নি, নি ধ, প প, সা গ গ ম, প প প প,

অ মা লি নী ত্রি গু ণ ধা রি নী তা আ রি নী) (বি শ্বে বি শ্ব ক অ অ ত্রী
স র্ব্ব ঘ টে তে স্থি তি ই

ধ ধ ধ, ধ প প, ম ম ম ম, ম প ম ম গ,

জ য়া আ জ অ গ অ দ্ধা ত্রী ঈ শি বে স র্ব্ব কর্ত্রী
শ র ণ্যে এ স র স্ব তী অ গ তি জ না র গতি

তা তা

গ সা সা, প সা সা সা সা সা সা, সা সা ঋ সা, নি প

স র্ব্বা নী, ও মা আ আ সু ব দা আ মো ক্ষ দা অ না
দা য়ি নী, ব্র হ্মা ও ভা গু দ রী ঈ শ্ব রী শা ক ম্ব

তা

। ০। । । । ২। ৮ ৮ । । +॥ ॥ ৩॥ ॥
নি, সা সা ঋ সা নি ধ প প ধ, নি ধ প প
দা অ ন্ন দা জ য় ন্তি ই য শো দা ভ বা নী
রী চ ণ্ডি কে সু রে শ্ব রী জ্ঞা ন অ দা য়ি নী

ভৈরব রাগ। তাল মধ্যমান।

সম্পূর্ণ। গ গ্রহ। গ বাদী। সা সম্বাদী। ঋΔ ধΔ। প্রভাত ১ দণ্ড অবধি ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত।

তা উ

+। । । । ৩। । ৮ ৮ । ০। । ৮ ৮ । ১৮ ৮ । ॥
ধা তে ধিন্ ধিন, ধা তে ধিন — ধিন, না তে ধিন — ধিন, ধা — তে ধিন ধিন
গ ম ম ম, প প ম প গ, ধΔ সা ধΔ নি প, ম প গ ধ
গ ঙ্গা ধ রঃ শ অ শি ই ক লা তি ল ক অ স্ত্রি নে ত্র স

উ উ

+৮ ৮ । । । ৩। । । । ০। । । । ১। ॥
ধা — তে ধিন ধিন, ধা তে ধিন ধিন, না তে ধিন ধিন, ধা তে ধিন ধিন
গ ম গ ঋΔ সা, নি সা ধΔ নি, সা গ গ ম, গ ঋΔ সা
অ র্দ্ধে র্কি ভূ উ ষি তা ত সু র্গ জ অ রু ভি বা সা॥

তা তা তা তা তা

+॥ । । ৩। । । । ০। । । । ১৮ ৮ ৮ ৮ । । +। ।
ধা তে ধিন ধিন ধা তে ধিন ধিন না তে ধিন ধিন ধা — তে — ধিন ধিন ধা তে
ম ধΔ ধΔ নি, নি সা সা, নি সা সা সা, ঋΔ গ ঋΔ গ নি সা নি সা
ভা স্ব অ ত্রি শূ ল অ কু র অ এ য অ নু মু ণ্ড অ ধা রী

তা

। । ৩। । । । ০। । । । ১৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ।
ধিন ধিন, ধা তে ধিন ধিন, না তে ধিন ধিন ধা — তে — ধিন — ধিন
সা নি, ধΔ নি নি ধΔ, প ম গ ম, গ ম গ ঋΔ গ ঋΔ সা
ঈ শ উ মা স্ব রো জ অ য় তি ভৈ র ব রা গ রা জ॥

ভূমিকা।

এদেশে সরল ভাষায় স্বরলিপি সংযুক্ত কোন বাঙ্গালা সঙ্গীত-পুস্তক প্রকাশ হয় নাই। সঙ্গীত বিষয়ে যে সকল পুস্তক দেখা যায়, তাহার অধিকাংশের রচনা এত কঠিন, যে উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় না। যে কোন বিষয় হউক না কেন, যদি সরল ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা যেরূপ সাধারণের পাঠ্য হয়, কঠিন ভাষায় রচিত হইলে তদ্রূপ হয় না। আমাদের দেশের এই অভাব দূর করিবার এবং সাধারণের প্রীতির নিমিত্ত আমি কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছি, ঐ গান গুলি নানা বিষয়ক, অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। কতকগুলি অশ্রুতপূর্ব্ব বিবিধ বিষয়ের গীত রচনা করিয়া লোকের তৃপ্তিসাধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কতকগুলি সরল ভাবের গান, চলিত ভাষায় রচনা করিয়া স্বরলিপি সংযুক্ত করা ও তদ্দ্বারা যতদূর সম্ভব বিনা ক্লেশে ও বিনা ব্যয়ে ও বিনা উপাসনায় যাহাতে লোকে গান শিখিতে পারে, তাহার আনুকুল্য করাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

বর্ণ জ্ঞান না হইলে যেমন কোন ভাষার জ্ঞান হইতে পারে না, সঙ্গীত বিষয়েরও ঐ রূপ। সঙ্গীতেরও কতকগুলি বর্ণ আছে, ঐ বর্ণ গুলির জ্ঞান না হইলে কখন সঙ্গীত বিষয়ে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত আমি এই পুস্তক খানি দুই ভাগে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহার প্রথম ভাগে সঙ্গীতের বর্ণ ও দ্বিতীয় ভাগে গান থাকিবে। প্রথম ভাগে সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় হইলে, দ্বিতীয় ভাগ সহজে আয়ত্ত হইবে।

অনুক্রমণিকা।

শব্দ হইতে সুরের সৃষ্টি। সুর সাতটী। প্রত্যেক সাতটী সুরে এক এক গ্রাম বা সপ্তক হয়। গ্রাম তিনটী যথা—উদারা, মুদারা ও তারা। নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে যে সাতটী সুরের উচ্চারণ হয়, তাহাকে উদারা বা নিম্নগ্রাম কহে। বক্ষস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে যে সাতটী সুরের উচ্চারণ হয়, তাহাকে মুদারা বা মধ্যগ্রাম বলে এবং তালু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে যে সাতটী সুরের উচ্চারণ হয়, তাহাকে তারা বা ঊর্দ্ধগ্রাম বলে। হিন্দু সঙ্গীতে সমুদয়ে তিন সপ্তকের অধিক ব্যবহৃত হয় না। মনুষ্যের গলা হইতে যে সুর প্রকাশ হয়, তাহাকে ব্যক্ত সুর ও যন্ত্রে যে সুর প্রকাশ পায়, তাহাকে অব্যক্ত সুর বলে। সুর সাতটী যথা—ষড়জ বা খরজ, ঋষভ বা রিখব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা নিখাদ। ইহাদিগকে সঙ্ক্ষেপে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি বলিয়া থাকে। লিখিবার সময় সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, উচ্চারণ—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। আমরা সচরাচর যে সুরে কথা কহিয়া থাকি তাহাকে স্বাভাবিক বা মধ্য-সুর বলে। ঐ সুরের ঊর্দ্ধ হইলে উচ্চ এবং নিম্ন হইলে তাহাকে নিম্ন সুর বলে। সহজ বা সরল সুর সাতটী, ষড়জ ও পঞ্চম সুর বিকৃত হয় না। তদ্ভিন্ন অন্য পাঁচটী সুরের বিকৃত হয়। সুর স্বাভাবিক অবস্থা হইতে তীব্র বা কোমল হইলে তাহাকে বিকৃত সুর বলে। বিকৃত সুরের নাম যথা—কোমল (নরম) মধ্য কোমল (প্রথমের অপেক্ষা নরম) অতি কোমল (অত্যন্ত নরম)। তীব্র (চড়া) অতি তীব্র (অত্যন্ত চড়া)। এই কয়েকটী সুর কোমল হইয়া থাকে যথা—ঋ, গ, ধ, নি। তীব্র সুর কেবল মধ্যমে ব্যবহার হয় (ম)। সুরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি

বলিয়া থাকে। ইহারা সুরের মধ্যে মধ্যে থাকে যথা—সা ৪ ঋ ৩ গ ২ ম ৪ প ৪ ধ ৩ নি ২। ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। সুরের নিম্ন হইতে ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ বা উচ্চ গতির নাম আরোহী বা অনুলোম এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ উচ্চ হইতে ক্রমান্বয়ে নিম্ন গতির নাম অবরোহী বা বিলোম বলে। সময় বা কালকে মাত্রা বলিয়া থাকে। ঐ মাত্রা চারি অংশে বিভক্ত করিলাম যথা—সিকি, অর্দ্ধ, তিন সিকি, এবং পূর্ণ মাত্রা। সিকি মাত্রার চিহ্ন (।) এক দাড়ি বা চারি আনার দাগ, অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন (॥) দুই দাড়ি বা আট আনার দাগ, তিন সিকির চিহ্ন (৷৷৷) তিন দাড়ি বা বারো আনার দাগ, পূর্ণ মাত্রার চিহ্ন (১) এক। কোমল বা নরম সুরের চিহ্ন (্র) র ফলা। মধ্য কোমলের চিহ্ন (ু) হ্রস্ব উকার। অতি কোমলের চিহ্ন (ূ) দীর্ঘ উকার। তীব্র অর্থাৎ চড়া সুরের চিহ্ন (্) হসন্ত। অতি তীব্রের চিহ্ন (ৃ) ঋ ফলা। গলা কম্পনকে গমক বলে। সুর একবার কাঁপানর চিহ্ন (্ব) ব ফলা। দুইবারের চিহ্ন (্ন) ন ফলা। তিনবারের চিহ্ন (্ল) ল ফলা। চারিবারের চিহ্ন (্ম) ম ফলা। কোন এক সুরের আরোহণ কালে তাহার ঠিক উপরের এক বা ততোধিক সুর ত্যাগ করিয়া যে অন্য সুর গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বিক্ষেপ কহে। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অবরোহণ কালে কোন এক সুরের ঠিক নিম্নে এক বা ততোধিক সুর ত্যাগ করিয়া যে সুর প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রক্ষেপ কহে। একসুর হইতে অন্য সুর অবিচ্ছেদে প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা, তাহার চিহ্ন (—) একটী রেখা বা লাইন।

তানপুরা ঠিক করা। তানপুরার মাথা উত্তর দিক স্থির করিয়া পূর্ব্বদিগের যে তার আছে তাহাকে নিম্নগ্রামের পঞ্চম সুরে বাঁধিতে হইবে। সকলের পশ্চিমে যে তার আছে তাহাকে ঐ গ্রামের ষড়জ করিতে হইবে। মধ্যে যে দুইটী তার আছে তাহাদিগকে চলিত সুরে অর্থাৎ মধ্য গ্রামের ষড়জ করিতে হইবে। ইহাদিগকে যুড়ির তার বলে। ঐ দুইটী তার সমান সুরে বাঁধিতে হইবে।

যে স্বরের মস্তকে এই রূপ চিহ্ন (") থাকিবে, তাহাকে তারা গ্রামের যাহার নিম্নে এই রূপ চিহ্ন („) থাকিবে, তাহাকে উদারা গ্রামের ও যাহার কোন চিহ্ন নাই, তাহাকে মুদারা গ্রামের স্বর বুঝিতে হইবে।

তাহার উদাহরণ সা সা" সা„ ঋ ঋ" ঋ„ গ গ" গ„ ম ম" ম„

প্রথম অক্ষর স্বাভাবিক স্বর, মধ্যটী উচ্চ এবং শেষেরটী নিম্ন ইত্যাদি। পূর্ণ মাত্রার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদি সেই মাত্রা একবারের অধিক উচ্চারণ করিতে হয়, তবে উহা বারম্বার স্বরের উপর একএক না লিখিয়া এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদি লিখিত হইবে যথা—

১	১	১১	১১১১	১১	১
সা	সা	সা	ঋ	ঋ	ঋ

এই রূপ লেখার বিনিময়ে

১	১	২	৪	২	১
সা	সা	সা	ঋ	ঋ	ঋ

সঙ্গীত স্বরলিপি।

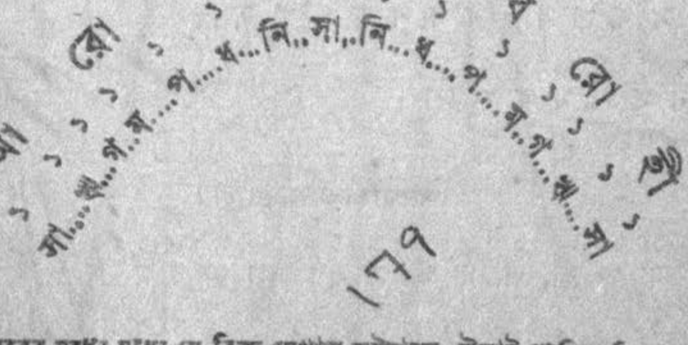
প্রথম ভাগ।

ললিত।—তাল সুর ফাঁকতাল।

বিনা গুরূপদেশে, গান শিখ গৃহে বসে, স্বরলিপি আয়ত্তে।
সা ঋ গ ম প ধ নি, বল সবে আপনা আপনি, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেতে।
উদারা মুদারা তারা, এই ধরে গান করা,
পড়ে সবে তোমরা, প্রকাশ কর কণ্ঠেতে।
কোমল তীব্র স্বর, গমক মূর্চ্ছনা ধর, মাঝে মাঝেতে।
অনুলোম বিলোম সহিত, অভ্যাস কর নিয়ত,
পাবে সুখ বিধিমত, মনেতে।
অনুরোধ আমার এই, অভ্যাস কর সকলেই, নিজ নিজ ভবনেতে॥

সুর অভ্যাস করিবার নিয়ম।

১ পাঠ।



সুরের মধ্যে মধ্যে যে বিন্দু দেখান হইয়াছে উহাই শ্রুতির চিহ্ন।

আরোহী। ২ পাঠ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা ঋ, সা ঋ গ, সা ঋ গ ম, সা ঋ গ ম প,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা ঋ গ ম প ধ, সা ঋ গ ম প ধ নি,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,,

সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

অবরোহী।

১,, ১ ১,, ১ ১ ১,, ১ ১ ১ ১,, ১ ১ ১ ১

সা নি, সা নি ধ, সা নি ধ প, সা নি ধ প ম,

১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা নি ধ প ম গ, সা নি ধ প ম গ ঋ,

১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

আরোহী। ৩ পাঠ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,,

সা ঋ, সা গ, সা ম, সা প, সা ধ, সা নি, সা সা।

অবরোহী।

১,, ১ ১,, ১ ১,, ১ ১,, ১ ১,, ১ ১,, ১ ১,, ১

সা নি, সা ধ, সা প, সা ম, সা গ, সা ঋ, সা সা।

৪ পাঠ।

আরোহী ও অবরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা ঋ সা, গ ঋ সা, ম গ ঋ সা, প ম গ ঋ সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ধ প ম গ ঋ সা, নি ধ প ম গ ঋ সা,

১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

৫ পাঠ।

আরোহী ও অবরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা ঋ সা, সা ঋ গ ঋ সা, সা ঋ গ ম গ ঋ সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সা ঋ গ ম প ম গ ঋ সা, সা ঋ গ ম প ধ প ম গ ঋ সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা ঋ গ ম প ধ নি ধ প ম গ ঋ সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,, ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা ঋ গ ম প ধ নি সা, সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

৬ পাঠ।

আরোহী ও অবরোহী।

সা ঋ গ ইত্যাদি না বলিয়া সা আ আ ইত্যাদি বলিতে হইবে।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,, ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সা, সা নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

সা, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ।

ঋ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ, এ।

গ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ।

ম, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ।

প, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ।

ধ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ, আ।

নি, ই, ই, ই, ই, ই, ই, ই, ই, ই।

১,,
সা, নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

৭ পাঠ।

আরোহী ও অবরোহী।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২,,
সা ঋ, ঋ গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি, নি সা

১,, ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
সা নি, নি ধ, ধ প, প ম, ম গ, গ ঋ, ঋ সা, সা সা।

৮ পাঠ।

অবরোহী ও আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা নি, নি সা, সা নি ধ, ধ নি সা, সা নি ধ প,
" " " " " " " " "

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
প ধ নি সা, সা নি ধ প ম, ম প ধ নি সা, সা নি ধ প ম গ,
" " " " " " " " " " " " " " " " "

১ ১
গ ম প ধ নি সা, সা নি ধ প ম গ ঋ, ঋ গ ম প ধ নি সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা নি ধ প ম গ ঋ সা। সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

৯ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা ঋ গ ম প ধ নি, সা ঋ গ ম প ধ নি,

১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,,
সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

অবরোহী।

১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা নি ধ প ম গ ঋ সা, নি ধ প ম গ ঋ সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
নি ধ প ম গ ঋ সা।

১০ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা আ, ঋ এ, গ আ, ম আ, প আ, ধ আ, নি ই,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা আ, ঋ এ, গ আ, ম আ, প আ, ধ আ, নি ই,

১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,,
সা আ, ঋ এ, গ আ, ম আ, প আ, ধ আ, নি ই, সা আ।

অবরোহী।

১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,,
সা আ, নি ই, ধ আ, প আ, ম আ, গ আ, ঋ এ, সা আ,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
নি ই, ধ আ, প আ, ম আ, গ আ, ঋ এ, সা আ,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
নি ই, ধ আ, প আ, ম আ, গ আ, ঋ এ, সা আ।

১১ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১
সা সা ঋ সা ঋ গ সা ঋ গ ম সা ঋ গ ম প

১ ১ ১ ,,
সা ঋ গ ম প ধ সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

অবরোহী।

১,, ১,, ১,, ১,, ১,, ১,,
সা সা নি সা নি ধ সা নি ধ প সা নি ধ প ম সা নি ধ প ম গ

১,, ১,,
সা নি ধ প ম গ ঋ সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

১২ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,,
সা ঋ, ঋ গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি, নি সা।

অবরোহী।

১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা নি, নি ধ, ধ প, প ম, ম গ, গ ঋ, ঋ সা।

১৩ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,,
সা ঋ, ঋ গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি, নি সা।

অবরোহী।

১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা নি, নি ধ, ধ প, প ম, ম গ, গ ঋ, ঋ সা।

১৪ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,, ১,,
সা আ ঋ এ গ আ ম আ প আ ধ আ নি ই সা আ।

অবরোহী।

১,, ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা আ নি ই ধ আ প আ ম আ গ আ ঋ এ সা আ।

১৫ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা ঋ ঋ সা, সা গ গ সা, সা ম্ ম্ সা, সা প প সা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১„ ১„ ১
সা ধ ধ সা, সা নি নি সা, সা সা সা সা।

অবরোহী।

১„ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১„
সা নি নি সা, সা ধ ধ সা, সা প প সা, সা ম্ ম্ সা,

১„ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১„
সা গ গ সা, সা ঋ ঋ সা, সা সা সা সা।

আরোহী। ১৬ পাঠ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১„ ১„
সা সা ঋ ঋ গ গ ম্ ম্ প প ধ ধ নি নি সা সা

অবরোহী।

১„ ১„ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা সা নি নি ধ ধ প প ম্ ম্ গ গ ঋ ঋ সা সা।

১৭ পাঠ।

আরোহী ও অবরোহী।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১„ ১„ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সাব ঋব গব মব পব ধব নিব সাব। সাব নিব ধব পব মব গব ঋব সাব।

আরোহী। ১৮ পাঠ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১„
সান আ ঋন এ গন আ মন আ পন আ ধন আ নিন ই সান আ।

অবরোহী।

১„ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সান আ নিন ই ধন আ পন আ মন আ গন আ ঋন এ সান আ।

আরোহী। ১৯ পাঠ।

১ ১ ১ ১ ১ ১
সান আ আ ঋন এ এ গন আ আ মন আ আ পন আ আ ধন আ আ

১ ১„
নিন ই ই সান আ আ।

অবরোহী।

১,, ১ ১ ১ ১ ১
সা আ আ নি ই ই ধ আ আ প আ আ ম আ আ গ আ আ

১ ১
ঋ এ এ সা আ আ।

২০ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ১ ১
সা আ আ আ ঋ এ এ এ গ আ আ আ ম আ আ আ

১ ১ ১ ১,,
প আ আ আ ধ আ আ আ নি ই ই ই সা আ আ আ।

অবরোহী।

১,, ১ ১ ১
সা আ আ আ নি ই ই ই ধ আ আ আ প আ আ আ

১ ১ ১ ১
ম আ আ আ গ আ আ আ ঋ এ এ এ সা আ আ আ।

২১ পাঠ।

বিক্ষেপ। আরোহী ও অবরোহী। প্রক্ষেপ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১,, ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা গ, ঋ ম, গ প, ম নি, প সা, নি ম, ধ গ. ম প, গ নি।

২২ পাঠ।

আরোহী।

১ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১,,
সা ঋ ঋ গ গ ম ম প প ধ ধ নি নি সা।

অবরোহী।

॥,, ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১
সা নি নি ধ ধ প প ম ম গ গ ঋ ঋ সা।

২৩ পাঠ।

আরোহী।

১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৩,, ৪,, ৩,, ২,, ১,, ২,, ৩,, ৪,,
সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা ঋ গ ম প ধ নি সা।

অবরোহী।

```
৪,, ৩,,২,,১,,২,,৩,,৪,, ৩,,   ২ ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২   ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১
সা নি ধ প ম গ ঋ সা   নি ধ প ম গ ঋ সা   নি ধ প ম গ ঋ সা।
                                        " " " " " " "
```

আরোহী। ২৪ পাঠ।

```
| | | |   | | | |   | | | |   | | | |   | | | |
সা সা সা সা   ঋ ঋ ঋ ঋ   গ গ গ গ   ম ম ম ম   প প প প
" " " "   " " " "   " " " "   " " " "   " " " "

| | | |   | | | |   | | | |
ধ ধ ধ ধ   নি নি নি নি   সা সা সা সা।
" " " "   " " " "
```

অবরোহী।

```
| | | |   | | | |   | | | |   | | | |   | | | |
সা সা সা সা   নি নি নি নি   ধ ধ ধ ধ   প প প প   ম ম ম ম
          " " " "   " " " "   " " " "   " " " "

| | | |   | | | |   | | | |
গ গ গ গ   ঋ ঋ ঋ ঋ   সা সা সা সা।
" " " "   " " " "   " " " "
```

আরোহী। ২৫ পাঠ।

```
॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥
সা সা সা সা   ঋ ঋ ঋ ঋ   গ গ গ গ   ম ম ম ম   প প প প
" " " "   " " " "   " " " "   " " " "   " " " "

॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥
ধ ধ ধ ধ   নি নি নি নি   সা সা সা সা।
" " " "   " " " "
```

অবরোহি।

```
॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥
সা সা সা সা   নি নি নি নি   ধ ধ ধ ধ   প প প প   ম ম ম ম
          " " " "   " " " "   " " " "   " " " "

॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥ ॥
গ গ গ গ   ঋ ঋ ঋ ঋ   সা সা সা সা।
" " " "   " " " "   " " " "
```

আরোহী। ২৬ পাঠ।

```
৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮
সা সা সা সা   ঋ ঋ ঋ ঋ   গ গ গ গ   ম ম ম ম   প প প প
" " " "   " " " "   " " " "   " " " "   " " " "

৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮   ৮ ৮ ৮ ৮
ধ ধ ধ ধ   নি নি নি নি   সা সা সা সা।
" " " "   " " " "
```

অবরোহী।

সা সা সা সা নি নি নি নি ধ ধ ধ ধ প প প প ম ম ম ম

গ গ গ গ ঋ ঋ ঋ ঋ সা সা সা সা।

২৭ পাঠ।

আরোহী।

সা সা সা সা ঋ ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ ম ম ম ম প প প প

ধ ধ ধ ধ নি নি নি নি সা সা সা সা।

অবরোহী।

সা সা সা সা নি নি নি নি ধ ধ ধ ধ প প প প ম ম ম ম

গ গ গ গ ঋ ঋ ঋ ঋ সা সা সা সা।

২৮ পাঠ।

আরোহী।

সা আ আ আ, ঋ এ এ এ, গ আ আ আ, ম আ আ আ,

প আ আ আ, ধ আ আ আ, নি ই ই ই, সা আ আ আ।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,

ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

২৯ পাঠ।

আরোহী।

সা আ আ আ, ঋ এ এ এ, গ আ আ আ, ম আ আ আ,
প আ আ আ, ধ আ আ আ, নি ই ই ই, সা আ আ আ।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,
ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

৩০ পাঠ।

আরোহী।

সা আ আ আ, ঋ এ এ এ, গ আ আ আ, ম আ আ আ,
প আ আ আ, ধ আ আ আ, নি ই ই ই, সা আ আ আ।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,
ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

৩১ পাঠ।

আরোহী।

সা আ আ সা, ঋ এ এ ঋ, গ আ আ গ, ম আ আ ম,
প আ আ প, ধ আ আ ধ, নি ই ই নি, সা আ আ সা।

অবরোহী।

সা আ আ সা, নি ই ই নি, ধ আ আ ধ, প আ আ প,
ম আ আ ম, গ আ আ গ, ঋ এ এ ঋ, সা আ আ সা।

184

৩২ পাঠ।

আরোহী।

সা সা সা সা, ঋ ঋ ঋ ঋ, গ গ গ গ, ম ম ম ম, প প প প,
ধ ধ ধ ধ, নি নি নি নি, সা সা সা সা।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,
ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

৩৩ পাঠ।

আরোহী।

সা সা সা সা, ঋ ঋ ঋ ঋ, গ গ গ গ, ম ম ম ম, প প প প,
ধ ধ ধ ধ, নি নি নি নি, সা সা সা সা।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,
ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

৩৪ পাঠ।

আরোহী।

সা সা সা সা, ঋ ঋ ঋ ঋ, গ গ গ গ, ম ম ম ম, প প প প,
ধ ধ ধ ধ, নি নি নি নি, সা সা সা সা।

অবরোহী।

সা আ আ আ, নি ই ই ই, ধ আ আ আ, প আ আ আ,
ম আ আ আ, গ আ আ আ, ঋ এ এ এ, সা আ আ আ।

৩৫ পাঠ।

আরোহী।

সা সা, ঋ ঋ, গ গ, ম ম, প প, ধ ধ, নি নি, সা সা।

অবরোহী।

সা সা, নি নি, ধ ধ, প প, ম ম, গ গ, ঋ ঋ, সা সা।

৩৬ পাঠ।

অবরোহী ও আরোহী।

সা সা ঋ গ ম প প ধ প ম প গ ধ নি সা ঋ প

ম প নি নি নি ধ সা নি সা ঋ প গ ধ সা।

গীত।

ভৈরব।—তাল চৌতাল।

গাও তাঁহারি নাম সাধিয়া স্বর গ্রাম।

সা ঋ গ ম প ধ নি, সপ্ত সুর তিন গ্রাম॥

সা ঋ, সা ঋ গ, সা ঋ গ ম, সা ঋ গ ম প,

সা ঋ গ ম প ধ, সা ঋ গ ম প ধ নি,

এই লয়ে সব রাগ রাগিণী ;—

শাস্ত্রেতে আছে বাণী, বুঝিবে এই পরিণাম।

Communicated in Laboratory Division.

on 17-11-78

By–

Sree. S. B. Sarkar.
" N. C. Dey
" K. P. Saha
" R. C. Das
" S. R. Chowdhury.